Live MCQ
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

Live MCQ™

৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা) বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিষয়: বাংলা (১১১)

Compendium PDF

(সিলেবাস অনুসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও এমসিকিউ-এর সমন্বয়ে রচিত)

Mentor:

মোঃ সামিউল আলম

প্রভাষক (বাংলা)

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

৪১তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

মেধাক্রম: ৬ষ্ঠ।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!

Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সূচিপত্র:

পিএসসির নির্ধারিত সিলেবাস ও পুস্তক নির্দেশিকা

টপিক ভিত্তিক সাজেশন ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

শেষ মুহূর্তে নির্দেশনা

গুরুত্বপূর্ণ ২০০ এমসিকিউ

Contents

পিএসসির নির্ধারিত সিলেবাস 3

টপিক ভিত্তিক সাজেশন 5

গুরত্বপূর্ণ আলোচনা: 8

গুরুত্বপূর্ণ ২০০ এমসিকিউ 11

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পিএসসির নির্ধারিত সিলেবাস

ক্রমিক নং	মূল সূচি	যা যা পড়তে হবে	পুস্তক নির্দেশিকা
০১	বাংলা সাহিত্যের পরিচয়: প্রাচীন ও মধ্যযুগ	*****চর্যাপদ:** প্রাচীনযুগের ইতিহাস ও যুগবিভাজন, চর্যাপদ আবিষ্কারের ইতিহাস, চর্যাপদের পদকর্তাদের পরিচয় ,চর্যাপদের পদ সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য, চর্যাপদের ভাষা ও ভাষা নিয়ে আলোচনা, চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য ,সাহিত্যিক মূল্যেরমধ্যে- ছন্দ, অলংকার, গাঠনিক রীতি, সমাজচিত্র ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়ে ভালো করে পড়তে হবে।	১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম ও ২য় খণ্ড ২. চর্যাগীতিকা- সৈয়দ আলী আহসান ৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য- আহমদ শরীফ ৪. বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান- ওয়াকিল আহমদ ৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- অসীতকুমার বন্দোপাধ্যায় ৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- মাহবুবুল আলম। ৭. লাইভ এমসিকিউ এর পিডিএফ
		***অন্ধকার যুগের সাহিত্য:** অন্ধকার যুগ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা এবং অন্ধকার যুগের সময় ও সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।	
		*****বড়ু-চন্ডীদাস:** মধ্যযুগের চন্ডীদাস সমস্যা এবং চন্ডীদাসের পরিচয়। চন্ডীদাসদে মধ্যে পার্থক্যসমূহ , শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, কাব্যের আবিষ্কারের কাহিনী,কাব্যের নামকরণ, কাব্যের প্রকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মতামত, কাব্যের খণ্ড বিশ্লেষণ (বংশী ও বিরহ খণ্ড) ও কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে পড়তে হবে।	
		*****বৈষ্ণব পদাবলি:** পদাবলী সাহিত্য কী? পদাবলী সাহিত্যের রচয়িতাদেরর পরিচয়? বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য কী? শ্রীচৈতন্য দেব, পদকর্তাদের পরিচয়। বৈষ্ণব সাহিত্যকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সম্পত বলা হয় কেন? পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণকাল কোন সময়? পদাবলী সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য, মুসলিম পদকর্তা ও আধুনিক পদাবলী সাহিত্য।	
		****মঙ্গলকাব্য:** মঙ্গলকাব্যের পরিচয়, ভাব, রস ও সাহিত্যিক মূল্য ও মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু, প্রধান তিন মঙ্গলকাব্যের পরিচয়, চরিত্র বিশ্লেষণ, কাহিনী, প্রথম, শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।	
		*****কবি পরিচিতি:** শাহ মুহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাশ, শাহ গরীবুল্লাহ: ইত্যাদি উল্লিখিত কবিদের সময়, পরিচয় ও কাব্য আলোচনা।	

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

		***আরকান রাজসভার কবিদের পরিচয়:** আলাওল ও পদ্মাবতী কাব্যের পরিচয় ও বিষয়বস্তু , বিখ্যাত উক্তি। আলাওল অন্যান্য কাব্য পরিচিতি ও উৎসমূল।	
		***গীতিকা সাহিত্য:** ময়মনসিংহ গীতিকার ইতিহাস, গীতিকা সংগ্রহের ইতিহাস, গীতিকাগুলোর পরিচয়, বিখ্যাত গীতিকা ও চরিত্র।	
০২	বাংলা সাহিত্যের পরিচয়: আধুনিক যুগ	**** ঈশ্বরগুপ্ত:** যুগসন্ধিকরণ ও ঈশ্বরগুপ্ত, তাঁর জীবনী, পত্রিকাও সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। ***ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর:** জীবনী, বাংলাগদ্যে ভূমিকা, সমাজসংস্কার হিসেবে অবদান, তার সাহিত্যের ধরণ, মৌলিক সাহিত্য ও অনূদিত সাহিত্য সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা। ***মাইকেল মধুসূদন দত্ত:** জীবনী, সাহিত্যিক পরিচয়, নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও বিষয়বস্তু; প্রহসনের কাহিনি, চরিত্র ও বিয়বস্তু বিশ্লেষণ, মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি, চরিত্র, উদ্ধৃতি, আধুনিক অন্যান্য কাব্যের আলোচনা, সনেটের আলোচনা ও ছন্দ বিশ্লেষণ।	১. বাজারের যে কোন গাইড বই থেকে পড়তে পারেন। ২.লাইভ এমসিকিউ এর পিডিএফ
০৩	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ এর সম্পূর্ণ সাহিত্য	১. রবীন্দ্র জীবনী (১ম-২য় খণ্ড)- প্রভাত কুমার মুখপাধ্যায় ২. রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ - প্রমথ নাথ বিশী ৩. কবি রবীন্দ্রনাথ- বুদ্ধদেব বসু ৪. লাইভ এমসিকিউ এর পিডিএফ
০৪	কাজী নজরুল:	কাজী নজরুল এর সম্পূর্ণ সাহিত্য	১. নজরুল চরিতমানস-ড. সুশীলকুমার গুপ্ত। ২. লাইভ এমসিকিউ এর পিডিএফ
০৫	আধুনিক যুগের অন্যান্য সাহিত্য	১. বিহারীলাল, ২, নজিবর রহমান ,৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪. মীর মশাররফ হোসেন, ৫. কায়কোবাদ, ৬, প্রমথ চৌধুরী, ৭, শরৎচন্দ্র ৮. জীবনানন্দ দাশ, ৯. ফররুখ আহমদ , ১০. জসীম উদ্দীন ১১. দীনবন্ধু মিত্র	১. লাইভ এমসিকিউ এর পিডিএফ
০৬	বাংলাদেশের সাহিত্যিক	শামসুর রাহমান, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শহীদুল জহির, হাসান আজিজুল হক, মানিক বন্দোপাধ্যায়, সেলিম আল	বাজারের যে কোন গাইড বই থেকে পড়তে পারেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

		দীন, সৈয়দ শামসুল হক, সোমেন চন্দ, আল মাহমুদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী,	
০৭	ব্যাকরণ	ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর, যুক্তাক্ষর,উচ্চারণ, বানন, ণত্ব-ষত্ব বিধান, শব্দের বানানের নিয়ম, বাক্যের বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি বা প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, শব্দভান্ডার(তৎসম, তত্ত্ব, দেশি, বিদেশি), শব্দগঠনের বৈশিষ্ট্য, সমার্থক শব্দ, পরিভাষা ও বিপরীতার্থক শব্দ, সাধু, চলিত ও আঞ্চলিক রীতির নিয়মাবলি।	১. উচ্চতর বাংলা ভাষারীতি ব্যাকরণ- আলাউদ্দিন আল আজাদ। ২. লাইভ এমসিকিউ এর পিডিএফ

২. টপিক ভিত্তিক সাজেশন

১. বাংলা সাহিত্যের পরিচয়:

প্রাচীনযুগ:

১. পিএসসি এই অংশে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন প্রশ্ন তৈরী করছে। আমাদের যে টপিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে তার বাইরে বিভিন্ন পদকর্তাদের পদগুলো নিয়ে পড়বেন সাথে বাংলা অর্থ সহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছে।

- লুইপা পদ: এখানে তার পদ গুলো বাংলা অনুবাদ (আধুনিক বাংলায় রূপান্তর) পড়বেন।
- কাহ্নপার পদ : তার প্রবাদ বাক্যগুলো পড়বেন।
- কুক্কুরীপা
- ভুসুকুপা
- শবরপা
- সরহপা
- ঢেগুনপা
- কঙ্কনপা

২. চর্যাপদের ভাষা বিতর্ক এবং সমাধান, এবং সমাজচিত্র নিয়ে ও পড়তে পারেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ The Origin and Development of the Bengali Language প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চর্যাপদের ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য, শব্দপ্রকৃতি এবং ভাষার পরিবর্তনশীল গঠন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

পরবর্তী যুগে ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর রামেশ্বর শ'— এই বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষকরা চর্যাপদের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং বিভিন্ন ভাষাগত বৈশিষ্ট্য যেমন

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ধ্বনিগত, ব্যাকরণগত ও শব্দগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তাঁদের কাজ বাংলার ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, যা আজও ভাষাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

এই সকল ভাষাবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণায় চর্যাপদের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা বাংলার ভাষাগত বিবর্তন এবং প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯০৭ সালে নেপাল রয়েল কোর্ট লাইব্রেরিতে আবিষ্কৃত পুঁথিটি "চর্যাপদ" নামে পরিচিত। এটি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে অনেকে গ্রহণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে এর ভাষা আদৌ বাংলা কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। "সন্ধ্যা ভাষা" নামে একটি কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে একে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কারণ এটি সহজবোধ্য নয় এবং এতে গূঢ় তাত্ত্বিক বার্তা লুকানো থাকতে পারে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এতে 'গভীর' দার্শনিক তত্ত্ব সংযুক্ত করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

চর্যাগীতিতে বিভিন্ন রাগ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—

লুইপাদ ব্যবহার করেছিলেন রাগ পাটমনজরী।
চটিলপাদ পঞ্চম গানে ব্যবহার করেছেন গুজ্জর নামক এক প্রাচীন রাগ।

এই সঙ্গীতরীতির উৎস কোথায়? অনেক গবেষক মনে করেন, এগুলোর ছায়া পাওয়া যায় প্রাকৃত ভাষায় রচিত "গাথাসপ্তশতী" গ্রন্থে। এটি নির্দেশ করে যে চর্যাগীতি বাংলা লোকসংগীতের মূল ভিত্তি ছিল না, বরং প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

চর্যাপদের কবিদের নাম বিচার করলে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই তিব্বতীয় অথবা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা। এটি ইঙ্গিত করে যে চর্যাগীতির উৎপত্তিস্থল গৌড় রাজ্যের(Gouda) বাইরে ছিল এবং এটি এক প্রকার তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গীতসংকলন।

১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) (১৯২৬) গ্রন্থে চর্যাগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ এবং চর্যার কবিদের নাম, পদ্মা নদীর নামের উল্লেখ (ভুসুকুপার ৪৯ নং পদে 'পউয়া খাল') বিশ্লেষণ করে এর ভাষাকে প্রাচীন বাংলার আদি নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha' গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মতকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে, এর ভাষার নাম বঙ্গকামরূপী। তারপরও সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, এটি সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বা আলো-আঁধারির ভাষায় এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

নবচর্যাপদ:

নবচর্যাপদ' চর্যাপদের অনুরূপ রচনা। শশীভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৬৩ সালে নেপাল ও তরাইভূমি থেকে ২৫০টি পদ আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ১০০টি পদ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

থেকে 'নবচর্যাপদ' নামে সেগুলোর মধ্য থেকে ৯৮টি পদ সংকলন করে প্রকাশ করেন। এ পদগুলোর রচনাকাল বারো থেকে ষোলো শতকের মধ্যে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ প্রকাশের ১০০ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ চর্যাপদ গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত চর্যাপদের নাম 'নতুন চর্যাপদ''। নতুন চর্যাপদ মূলত বজ্রযানী দেবদেবীর আরাধনার গীত। এর পদগুলোতে তান্ত্রিক নানা দেবদেবীর রূপসৌন্দর্য, মুখ ও বাহুর বর্ণনা, তাঁদের আসন, মুদ্রা ও দেহভঙ্গি, তাঁদের আভরণ ও আয়ুধ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ও বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এটি ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলায় প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে। ২০০৮ সালে ড. শাহেদ কাঠমুন্ডু ও আশেপাশের বিভিন্ন বজ্রযানী মন্দিরে পুঁথি সংগ্রহ করতে গিয়ে রত্নকাজী বজ্রাচার্যের নিকট থেকে নতুন চর্যাপদের দুটি সংকলিত পুস্তক সংগ্রহ করেন। এ পুস্তক দুটির পদগুলো ছিলো নেওয়ারিমিশ্রিত দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। নতুন চর্যাপদে যেসব পদ সংকলিত হয়েছে সেগুলোর রচনাকাল অষ্টম থেকে বিশ শতক পর্যন্ত। সুতরাং নতুন এই চর্যাপদ প্রমাণ করে যে, চর্যাপদ কেবল প্রাচীন সাহিত্যেরই নিদর্শন নয়, মধ্যযুগেও এগুলোর রচনা অব্যাহত ছিল। এমনকি বিশ শতকেও চর্যাপদ রচিত হয়েছে। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সংকলিত ও সম্পাদিত নতুন চর্যাপদে ৩৩৫টি পদ সংকলিত হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশে রাহুল সাংকৃত্যায়ন সংগৃহীত ২০টি, শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত ২১টি এবং জগন্নাথ উপাধ্যায় সংগৃহীত ৩৭টি পদ সংকলিত হয়েছে। সে হিসেবে এ গ্রন্থে সংকলিত নতুন চর্যাপদের মোট সংখ্যা ৪১৩টি। নতুন চর্যাপদের ভূমিকা অংশটি চার ভাগে বিভক্ত।

প্রথম অংশ → 'নতুন চর্যার সংগ্রহ ও চর্যাকার পরিচয়।'
দ্বিতীয় অংশ → 'নতুন চর্যায় বজ্রযানী দেবদেবী।'
তৃতীয় অংশ → 'নতুন চর্যার আঙ্গিক, ভাষা ও ভূগোল ।'
চতুর্থ অংশ → 'চর্যাপদ ও নতুন চর্যা'।

মধ্যযুগ

১. বড়ু চন্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন:

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে উপরের নির্দেশিকায় যা আছে তা পড়তে হবে। এর বাইরে সাহিত্য মূল্য সম্পর্কে পড়বেন। সাথে সাথে বংশী এবং বিরহ খন্ড থেকে কিছু উক্তি বিশেষত আধুনিক বাংলায় রূপান্তর করতে হয় এমন কিছু উক্তি পড়বেন।

২. পদাবলী সাহিত্য:

- এখানে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে পড়তে হবে। তাকে নিয়ে যে জীবনী সাহিত্য তা বিস্তারিত ভাবে পড়বেন। এখানে খেয়াল রাখতে হবে কোন কবি কোন কাব্য রচনা লিখেছেন তা ভালো করে মুখস্থ রাখবেন।
- পদাবলী সাহিত্যে ৪ জন বিখ্যাত পদকর্তা -বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দাসের পদ নিয়ে পড়েবেন।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

গুরত্বপূর্ণ আলোচনা:

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায় বৈষ্ণব পদাবলী এক অনন্য সৃষ্টি। ভাব, বিষয়, আঙ্গিক, জীবন-দৃষ্টি এবং কাব্যরস সৃষ্টির প্রশ্নে বৈষ্ণব পদাবলীর এক একটি পদ যেন শিল্প প্রতিমা। একটি বিশেষ তত্ত্ব এবং বক্তব্যকে ধারণ করেও বৈষ্ণব পদাবলী যথার্থ শিল্পগুণ থেকে বিচ্যুত হয়নি। বরং উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক সৃষ্টিতে এবং শব্দ প্রয়োগে ছন্দের ঝংকার বৈষ্ণব পদাবলী শিল্প সফল কাব্যের বৈশিষ্ট্যকে স্পর্শ করার গৌরব অর্জন করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই গৌরবজনক ধারা যাঁদের শ্রম ও সাধনায় ঋদ্ধি লাভ করেছে তাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে কোন বিচারে শ্রেষ্ঠ। এই বিরল প্রতিভাধর দুই কবির মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। ভাব-ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার এবং রাধা চরিত্র চিত্রণে এঁদের মধ্যে মিল অমিল অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাহিত্য সাধনার তুলনা করতে যেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তাই-ই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। তিনি বলেন-

'বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার, চণ্ডীদাসের কবিতা রুদ্রাক্ষমালা,

বস্তুত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে উভয়েই প্রবল প্রেরণায় ও প্রদীপ্ত প্রতিভায় রাধা-কৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য বর্ণনা করেছেন। উভয়েই বৈষ্ণব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাধা কৃষ্ণের বিভিন্ন রসের পদ রচনা করেছেন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে ভাবের দিক থেকে এ মিল ছাড়া অন্য কোথাও মিল খোজে পাওয়া দুরুহ বিষয়। চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাবের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে ভাবের দিক থেকে এ মিল ছাড়া অন্য কোথাও মিল খোজে পাওয়া দুরুহ বিষয়। চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাবের গভীরতা বেশি, বিদ্যাপতির পদে ভাষার মাধুর্য, ছন্দ-বিন্যাস অধিক। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য আলোচনা করলে মনে হয়, চণ্ডীদাসের কাব্য ভাবের রত্নাকর এবং বিদ্যাপতির কাব্য ভাষার তাজমহল, বিদ্যাপতি উচ্ছ্বসিত ও স্পন্দিত মহাসমুদ্রের উপরিভাগের মতো উর্মিচঞ্চল; চণ্ডীদাস সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় গভীরতায় স্তব্ধ। বিদ্যাপতি আত্মবিহ্বল, চণ্ডীদাস আত্মসমাহিত। বিদ্যাপতির কাব্য যেন দেহ চণ্ডীদাসের কাব্য যেন প্রাণ। একে অপরকে অবলম্বন করে আছে। একে অপরের পরিপুরক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বিদ্যাপতির কাব্যের প্রধান গুণ হলো এর মানবিকতা। মানবিক রসে জারিত করেই তিনি রাধাকে নির্মাণ করেছেন রাজদরবারের নাগরিক আবহে লালীত হওয়ায় তিনি রাধার দৈহিক প্রেমের উচ্ছ্বাসকেই বড় করে দেখেছেন। তিনি নবীন যৌবনবতী কিশোরী রাধার বয়ঃসন্ধি থেকে কৃষ্ণ বিরহের সুতীব্র আর্তি বর্ণনা করেছেন তাঁর কাব্যে। কিশোরী রাধার চিত্ত চঞ্চলতার চিত্র আঁকতে গিয়ে বিদ্যাপতি উচ্চারণ করেন-

"বচনক চতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করল পরগাস।।
মুকুর লই অব করত সিঙ্গার।

সখী পুছই কৈছে সুরত বিহার।।"

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

রাধার শরীরের অপূর্বরূপ বর্ণনাতেও বিদ্যাপতি অনন্য। তিনি রাধা চরিত্র কল্পনায় অপূর্ব কবিত্ব এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কামকলায় অনভিজ্ঞ বালিকা রাধাকে তিনি পরিপূর্ণ নায়িকায় রূপান্তর করেছেন। মোটকথা বিদ্যাপতির রাধা কল্পনায় ভক্তি রসের স্থান সামান্যই-তাঁর অভিসার, তাঁর বিরহ সবই বাস্তব নারীর সঙ্গত আচরণ। বাস্তব নারীর মতই তাকে উচ্চারণ করতে শুনি-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর

এ ভরা বাদর

মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।"

তবে বিদ্যাপতি রাধা বিরহে ব্যাকুল হলেও আধ্যাত্মিক তন্ময়তায় সমাহিত নয়, বরং তা যুবতী নারীর প্রেমচঞ্চল, বিরহক্লিষ্ট আচরণের প্রতিচ্ছবি। এ কারণেই দেখা যায় বিদ্যাপতির রাধা যতটুকু দেহ সবর্য, হৃদয় সম্পদে ততটুকু ঐশ্বর্যশীল নয়।

চণ্ডীদাস রাধাকে কৃষ্ণ প্রেমে আত্নহারারূপে দেখিয়েছেন। কৃষ্ণের প্রেম লাভ করার জন্য চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে সুক্ষ্ম কোন কৌশল নেই। অভিসারের যাওয়ার আগে অনুশীলন করার মত সচেতন নাগরিক বৃদ্ধিও তাঁর নেই। কৃষ্ণকে লাভকরার জন্য অকৃত্রিম গভীর প্রেমই তাঁর সম্বল। যে কোন কিছুর বিনিময়ে সে কৃষ্ণকে চায়। সে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য পরকে আপন আবার আপনকে পর করেছে। তবে চণ্ডীদাসের রাধার কৃষ্ণকে পেয়েও সুখ নেই। মিলনের মধ্যেও সে বোধ করে বিরহের অসীম যাতনা। আগত বিরহের কল্পনাতেই সে কাতর-

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি

পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা-আপনি।

দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"বিদ্যাপতির সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহেকাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। চণ্ডীদাসের জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়েছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়েছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন রাগ:

মনে রাখতে হবে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী বিভিন্ন রাগ নিয়ে যে বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো শ্রীরূপ গোস্বামী এর ‘‘উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে

পূর্বরাগ: প্রকৃত মিলনের আগে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক দর্শন প্রভৃতি থেকে জাত মিলনের সময় রতি উপযুক্ত সঞ্চারীভাব ও অনুভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়ে প্রকাশ পেলে তাকে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন চন্ডীদাস।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লজ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পূর্বরাগের পদ: *রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা*

সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার

অনুরাগ: অনুরাগ হলো এক ধরনের গভীর প্রেম ও স্নেহ। এই প্রেম সময়ের সাথে সাথে পুরোনো হয়ে যায় না, বরং প্রতি মুহূর্তে প্রিয়জনের প্রতি অনুভূতিকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। অনুরাগের শ্রেষ্ঠকবি হলেন –জ্ঞানদাস।

অভিসার : অভিসারের পদ বলতে বৈষ্ণব পদাবলীর একটি পর্যায়কে বোঝায়, যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য একে অপরের দিকে যাত্রা (অভিসার) বর্ণনা করা হয়। এই পদে গভীর আবেগ, অতন্দ্র নিষ্ঠা এবং দুর্গমকে সুগম করার প্রয়াস প্রকাশিত হয়, যেখানে গোবিন্দদাস এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য যে গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রিকার ও শ্রেষ্ঠ কবি।

মাথুর: মাথুর বলতে কৃষ্ণ কর্তৃক মথুরা গমন করার পর রাধা ও গোপীদের অন্তরে যে গভীর বিরহ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়, সেই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বা দূর প্রবাসজনিত অবস্থাকে বোঝায়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিদ্যাপতি। মাথুর পর্যায়ের পদ--

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর

৩. মঙ্গলকাব্য:

- মঙ্গলকব্য ধারার কবিদের পরিচয়, প্রথম লেখক, বিখ্যাত লেখক এবং তাদের কাব্যর নাম, তাদের পৃষ্ঠপোষক নিয়ে পড়বেন্ ।

- মঙ্গলকাব্য গুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ, বিখ্যাত চরিত্রগুলো । কোন কাব্য কাকে নিয়ে লিখছে তা পড়তে হবে।

৪. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান এবং আরাকান রাজসভার কবি:

-রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার কবিদের নিয়ে পড়তে হবে। বিশেষত শাহ মুহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাশ, শাহ গরীবুল্লাহ: ইত্যাদি উল্লিখিত কবিদের সময়, পরিচয় ও কাব্য নিয়ে পড়বেন।

-এই অংশে আলাওল নিয়ে ভালো করে পড়তে হবে। তার প্রত্যেকটা কাব্য বিস্তারিত ভাবে পড়তে হবে।

৩. আধুনিক যুগ

আমাদের লেকচার + পিডিএফ ফলো করবেন । সাথে বিভিন্ন গাইড বই থেকে ও পড়তে পারেন।

-রবীন্দ্রনাথ: ক্লাস লেকচার দেখবেন। সাথে অনার্সের পাঠ্যে অন্তর্গত বিভিন্ন সাহিত্য থেকে চরিত্র , শিল্পমূল্য, প্রভাব পড়বেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায় – আত্মপ্রকাশের সূচনা যে সাহিত্য যেমন- সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থ প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু দেখতে হবে।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লজ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

তবে বিশেষভাবে দেখবেন মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০) ও ক্ষণিকা (১৯০০), বলাকা, পূনশ্চ, গীতাঞ্জলি কাব্যসমূহ।

- উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে- চোখের বালি, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, শেষের কবিতা উপন্যাস। প্রেক্ষাপট, ঘটনা, চরিত্র বিশ্লেষণ পড়তে হবে।

-নাটকের মধ্যে রয়েছে- রক্তকরবী,বিসর্জন ইত্যাদি।

-নজরুল: নজরুলের লেখা বিশেষত তার কবিতা- অগ্নীবিণা, দোলনচাঁপা, সাম্যবাদী কবিতা গুলো শিল্পমূল্য, সার্থকতা, কাব্যের ভাব ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে।

- অন্যান্য সাহিত্য গুলো লেকচার থেকে পড়তে পারেন।

২. ব্যাকরণ:

- ক্লাস লেকচার+ পিডিএফ পড়তে পারেন। সাথে উচ্চতর ভাষারীতি থেকে টপিকস দেখে পড়তে পারবেন।

৩. শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা

আপনাদের হাতে যেহেতু সময় খুব কম তাহলে এখন উপরের সিলেবাস এবং টপিক থেকে শুধু সিলেবাস ধরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখতে পারেন। তবে রিভিশনের উপর থাকতে হবে। নতুন করে কোন কিছু না পড়তে চাইলে আপাতত ক্লাস লেকচার এবং পিডিএফ গুলো পড়তে পারেন।

৪. গুরুত্বপূর্ণ ২০০ এমসিকিউ

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন-

ক. তিব্বত, নেপাল
খ. ভুটান, সিকিম
গ. কাশী, বেনারস
ঘ. বোম্বে, জয়পুর

উ: ক

ব্যাখ্যা: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ – ১৭ নভেম্বর, ১৯৩১) ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ, সংস্কৃত বিশারদ, সংরক্ষণবিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। তার আসল নাম ছিল হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা। তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্ বা রামচরিতমানস পুঁথির সংগ্রাহক। তিনি পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে তিব্বত এবং তার পরে নেপালে ভ্যমণ করেন।

২. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?

ক. নিরঞ্জনের রুস্মা
খ. দোহাকোষ
গ. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস
ঘ. ময়নামতীর গান

উ: খ

ব্যাখ্যা:

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

বাংলা সাহিত্তের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ এর আবিষ্কারক। তিনি 1907 সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগারের রয়েল লাইব্রেরি থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

বাংলা সাহিত্তের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ এর আবিষ্কারক। তিনি 1907 সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগারের রয়েল লাইব্রেরি থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা ' গ্রন্থে চারটি পুঁথি সংকলন ১. চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ২. সরোজবজ্রের দোহাকোষ , ৩. কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ৪. ডাকার্ণব করেন। তাই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন দোহাকোষ।

৩. টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী, হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী'।- চর্যাপদের এ চরণ দুটিতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা
খ. আত্নীয়ের প্রতি ভালোবাসা
গ. দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের চিত্র
ঘ. একাকীত্বের কথা.

উ: গ

ব্যাখ্যা: টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী" অর্থ হলো "টিলার উপর আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই"। এই চরণটি চর্যাপদের ঢেন্ডণপার একটি পদ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি একাকী ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরে।

৪. চর্যাপদের আধ্যাত্মভাবনা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে যার মাধ্যমে-

ক. সমাজচিত্র
খ. জীবনভাবনা
গ. ভাষা
ঘ. কাব্যিকতা

উ: খ

ব্যাখ্যা: চর্যাপদের আধ্যাত্মভাবনা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে চর্যার কবিদের জীবনভাবনা মাধ্যমে।

৫. বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতা সংকলন কোনটি ?

ক. চর্যাপদ
খ. বৈষ্ণব পদাবলি
গ. ঐতরেয় আরণ্যক
ঘ. দোহাকোষ

উ: ক

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষার প্রথম কবিতার সংকলন হলো চর্যাপদ।

৬. চর্যাপদ রচনার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

ক. নীতি চর্চা
খ. ধর্ম চর্চা
গ. সাহিত্য চর্চা
ঘ. অনুবাদ চর্চা

উ: খ

ব্যাখ্যা: চর্যাপদ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মীয় দর্শন ও গূঢ় সাধনতত্ত্বকে রূপক ও সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। এর মাধ্যমে তারা বৌদ্ধ ধর্মের সাধন প্রক্রিয়া ও দর্শনকে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, যা বাংলা সাধনসংগীত শাখাটির পথপ্রদর্শক ছিল।

৭. নিচের কোনটি সহোদর ভাষাগোষ্ঠী ?

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ক. বাংলা ও উর্দু
খ. বাংলা ও অসমিয়া
গ. বাংলা ও হিন্দি
ঘ. বাংলা ও সংস্কৃত
উ: খ

ব্যাখ্যা: বাংলা ও অসমিয়া উভয়ই ইন্দো-আর্য পরিবারের পূর্বাঞ্চলীয় সদস্য, যা বঙ্গ-অসমীয় ভাষাগোষ্ঠী নামে পরিচিত এবং তারা সহোদর ভাষা হিসেবে গণ্য হয়। মূলত বঙ্গকামরূপী ভাষা থেকে এই দুই ভাষার উৎপত্তি।

৮. চর্যাপদের ভাষায় কোন ভাষাটির প্রভাব দেখা যায় না

ক. অসমীয়া
খ. উড়িয়া
গ. মৈথিলী
ঘ. কোল
উ: গ

ব্যাখ্যা: চর্যাপদের ভাষায় মৈথিলীর প্রভাব দেখা যায় না। চর্যাপদে মূলত অসমীয়া, ওড়িয়া এবং কোল ভাষার প্রভাব দেখা যায়।

৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুঁথির সঙ্গে প্রাপ্ত চিরকুটে কী লেখা ছিল?

ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
খ. শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
গ. রাধা ও কৃষ্ণ
ঘ. চৈতন্যমঙ্গলা
উ: খ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুঁথির সঙ্গে প্রাপ্ত চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' লেখা ছিল।

১০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের কোন্ যুগের নিদর্শন ?

ক. আধুনিক যুগের
খ. আদি-মধ্যযুগের
গ. অন্ত্য-মধ্যযুগের
ঘ. প্রাচীন যুগের
উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা আনুমানিক চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ বা পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত একটি আখ্যানকাব্য।

১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত হয়েছিল –

ক) চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে
খ) পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে
গ) ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে
ঘ) সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে
উত্তর: ক) চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এই মতটি বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচলিত। তবে, কিছু গবেষক এর রচনাকাল নিয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুকেও এর রচনাকাল বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, কাব্যটি সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছিল।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১২.'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির প্রথম খণ্ডটির নাম কী ?

ক) জন্মখণ্ড খ) ছত্রখণ্ড

গ) ভার খণ্ড ঘ) হার খণ্ড

উ: ক

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির প্রথম খণ্ডটির নাম হলো জন্মখণ্ড। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত এই মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যটি মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত।এই খণ্ডগুলোর মধ্যে প্রথমটিই হলো জন্মখণ্ড, যেখানে রাধা ও কৃষ্ণের লীলার সূত্রপাত ঘটে।অন্যান্য খণ্ডগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ড, বস্ত্রহরণখণ্ড, হারখণ্ড, বানখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ।

১৩। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের শেষ খণ্ডের নাম হল –

ক) হার খণ্ড খ) দানখন্ড

গ) বৃন্দাবন খণ্ড ঘ) রাধাবিরহ

উত্তর: ঘ) রাধাবিরহ

১৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কাব্যের পুথি প্রকাশকালে এর ভূমিকা কে লেখেন –

ক) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খ) দীনেশচন্দ্র সেন

গ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: গ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুথি প্রকাশকালে এর ভূমিকা লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।অন্য বিকল্পগুলির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পুথি আবিষ্কারক হিসেবে পরিচিত, কিন্তু ভূমিকা লেখার সাথে যুক্ত ছিলেন না। দীনেশচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যের প্রকাশকালে বা ভূমিকায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন না।

১৫. বড়ুচণ্ডীদাস নামের এই 'বড়ু' কথাটির অর্থ হল –

ক) বড় খ) ব্রাহ্মণ

গ) ছোট ঘ) বালক

উত্তর: খ) ব্রাহ্মণ

ব্যাক্যা: বড়ুচণ্ডীদাস নামের এই 'বড়ু' কথাটির অর্থ হল ব্রাহ্মণ।

১৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের যে খণ্ডটিকে পন্ডিতেরা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করছেন, সেটি হল –

ক) জন্মখন্ড খ) তাম্বুলখন্ড

গ) কালীয়দমনখন্ড ঘ) রাধাবিরহ

উত্তরঃ- ঘ রাধাবিরহ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের যে অংশটি পণ্ডিতেরা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন, সেটি হলো রাধাবিরহ। এই খণ্ডটিকে বিমানবিহারী মজুমদার প্রক্ষিপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই অংশের ভাষা, রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তুর সাথে কাব্যের বাকি অংশের পার্থক্য লক্ষ করা যায় বলে একে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করা হয়। তিনি এই কাব্যের নাম রাধা-কৃষ্ণের ধামালী রাখার প্রস্তাব করেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কতগুলি রাগরাগিণী আছে ?

ক) ১১ টি খ) ১৮ টি

গ) ২২ টি ঘ) ৩২ টি

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একটি প্রাচীন বাংলা কাব্যগ্রন্থ যার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে মোট ৩২টি রাগরাগিণীর উল্লেখ রয়েছে, যা এই কাব্যের সঙ্গীতময় রূপের পরিচয় দেয়। এই কাব্যে ঝুমুর গানের প্রভাব দেখা যায়।

১৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রাগের নাম কী ?

ক) পাহাড়িআ খ) পটমঞ্জরি

গ) রামগিরী ঘ) ভৈরবী

উ: ক

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রাগের নাম হলো পাহাড়িআ (৫৭ টি রাগের নাম আছে)

১৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বৃহত্তম খণ্ডের নাম কী ?

ক) দান খণ্ড খ) জন্ম খণ্ড

গ) বৃন্দাবন খণ্ড ঘ) তাম্বুল খণ্ড

উ: ক

২০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কত বছরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ?

ক) এক বছরের খ) দুই বছরের

গ) আড়াই বছরের ঘ) সাড়ে তিন বছরের

উ: গ

ব্যাখ্যা; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক প্রায় আড়াই বছরের ঘটনা নিয়ে বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীর মূল উপজীব্য হল কৃষ্ণের জন্ম, বড়ায়ির সাহায্যে রাধার সঙ্গে তার প্রণয় এবং শেষে রাধাকে ত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরায় গমন। এই কাব্যের কাহিনী শুরু হয় বসন্ত ঋতু থেকে এবং কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে শীত ঋতুর মাধ্যমে।

২১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল ছন্দ কী ?

ক) মিশ্রবৃত্ত খ) কলাবৃত্ত

গ) স্বরবৃত্ত ঘ) অমিত্রাক্ষর

উ: ক

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল ছন্দ হলো মিশ্রবৃত্ত ছন্দ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এতে বিভিন্ন প্রকারের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার আছে। তবে এর প্রধান এবং মূল ছন্দ হিসেবে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেই ধরা হয়। মিশ্রবৃত্ত ছন্দ বর্তমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নামান্তর।

২২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের লিপিকাল কে রচনা করেন?

ক) সুখময় মুখোপাধ্যায় খ) শঙ্করীপ্রসাদ বসু

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

গ) বসন্তরঞ্জন রায় ঘ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের লিপিকাল হলেন রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়।।

২৩. ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ" - প্রবাদটি কোন খণ্ডের অংশ?

ক) দান খণ্ড খ) বংশী খণ্ড

গ) বৃন্দাবন ঘ) রাধাবিরহ

উ: ক

ব্যাখ্যা: ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ" – প্রবাদটি দান খন্ডের অংশ।

২৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কোন রসের প্রভাব দেখা যায়?

ক) বীর রস খ) শৃঙ্গার রস

গ) করুণ রস ঘ) কোনোটিই নয়

উ: খ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শৃঙ্গার রস-এর প্রভাব দেখা যায়। এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলা, যা শৃঙ্গার বা আদিরসের প্রধান উপাদান। তাই এই কাব্যে শৃঙ্গার রসের প্রভাবই প্রধান।

২৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যে আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে?

ক) রাঢ়ি খ) বরেন্দ্রী

গ) বঙ্গালি ঘ) ঝাড়খণ্ডি

উ:ঘ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ঝাড়খন্ডি আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

২৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি যাঁর গৃহ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল ?

ক) দেবেন্দ্রনাথ সেন খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ সালে) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে এই পুথিটি আবিষ্কার করেন।

২৭.”সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম” পদটি কোন বৈষ্ণব কবির রচনা?

ক. জ্ঞানদাস খ. গোবিন্দদাস

গ. দ্বিজ চন্ডিদাস ঘ. বলরাম দাস

উ: গ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

ব্যাখ্যা; "সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম" পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি উল্লেখযোগ্য পদ, যেখানে রাধার পূর্বরাগের একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়।

২৮. বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?

ক. শ্রী চৈতন্য খ. বিদ্যাপতি

গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস

উ: খ

ব্যাখ্যা: রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলি। বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা চণ্ডীদাস।

২৯. দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'- চণ্ডীদাসের এই পদটি কোন পর্যায়ের ?

ক. পূর্বরাগ খ. অভিসার

গ. প্রেমবৈচিত্ত্য ঘ. মাথুর

উ: গ

ব্যাখ্যা:" চণ্ডীদাসের 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' পদটি প্রেমবৈচিত্র্য পর্যায়ের. এই পদে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে নিবিড় প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে তাদের মিলনের মাঝেও বিচ্ছেদ হবে এই আশঙ্কা কাজ করছে, যা প্রেমবৈচিত্র্যের মহিমাকে তুলে ধরে।

৩০. চণ্ডীদাস কোন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা?

ক) পূর্বরাগ খ. অভিসার

গ. প্রেমবৈচিত্ত্য ঘ. মাথুর

উ: ক

ব্যাখ্যা: চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর "পূর্বরাগ" পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসেবে পরিচিত। যদিও তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে পদ রচনা করেছেন, তবে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ পূর্বরাগ বা সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই একে অপরের প্রতি আকর্ষণ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তার অবদান অনন্য। গোবিন্দদাস কবিরাজ অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। মাথুর ও প্রার্থনা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন চণ্ডীদাস।

৩১. চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি' বলেছিলেন

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. রামগতি ন্যায়রত্ন ঘ. চৈতন্যদেব

উ:খ

ব্যাখ্যা: চণ্ডীদাস সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন- 'চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি-এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি'। তাঁর মতে চণ্ডীদাস 'দুঃখের কবি'।

৩২. নীচের কোনটি চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ নয়

ক. রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

খ. সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম

গ. ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার

ঘ. কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে

উ: ঘ

ব্যাখ্যা; চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে পদটি চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ নয়। এটি মূলত একটি সম্ভোগ রাস বা মিলনের পর অনুরাগের পদ, যেখানে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের পরবর্তী সময়ের ব্যাকুলতা ও স্মৃতি রোমন্থন করা হয়েছে, অন্যদিকে অন্য পদগুলি (রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা, সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম, ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার) কৃষ্ণের প্রতি রাধার পূর্বরাগ বা প্রথম দেখায় বা শুনলে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, তাকেই প্রকাশ করে।

৩৩. "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি/কর্ণামৃত শ্রী গীতগোবিন্দ"--এটি আছে

ক. চৈতন্যচরিতামৃতে

খ. গীতগোবিন্দে

গ. চৈতন্যভাগবতে

ঘ. চণ্ডীমঙ্গলে

উ: ক

ব্যাখ্যঅ: চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং রায় রায়ের নাটকগীতি বা কর্ণামৃত (যা "শ্রী গীতগোবিন্দ"-এর সাথে সম্পর্কিত) তা চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়। বিশেষত, এটি শঙ্করীপ্রসাদ বসু রচিত "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" বইতে আলোচিত হয়েছে এবং এর মূল অংশটি শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনে তাঁর প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত, যা "চৈত্যচরিতামৃত"-এ বর্ণিত হয়েছে।

৩৪. বিদ্যাপতি যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটি রচনা করেন

ক. দেবসিংহ

খ.কীর্তিসিংহ

গ. শিবসিংহ

ঘ. ভৈরবসিংহ

উ: খ

ব্যাখ্যা: কীর্তিলতা ---কীর্তিসিংহ,পুরুষপরীক্ষা –শিবসিংহ। তবে কীর্তিপতাকা হলো শিবসিংহ এর উদ্দেশ্যে লেখা। কীর্তিলতা একটি দীর্ঘ প্রশংসামূলক কবিতা।

৩৫. বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' আখ্যা কে দিয়েছিলেন?

ক. শিব সিংহ

খ.দেব সিংহ

গ. জন বীমস্

ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন

উ: ক

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব আখ্যা দেন শিব সিংহ। তাকে 'মৈথিল কৌকিল' উপাধি দেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া শিব সিংহ তাকে কবি কণ্ঠহার উপাধি দেন । তবে তিনি দেবসিংহের অনুরোধে কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন।

৩৬. কোন বৈষ্ণব কবিকে 'পঞ্চোপাশোক' বলা হয় ?

ক. বিদ্যাপতি

খ. চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দ দাস

ঘ. জ্ঞানদাস

উ: ক

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতিকে 'পঞ্চোপাশোক' কবি বলা হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

৩৭. "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর" - এটি যে পর্যায়ের পদ

ক. মাথুর		খ.প্রার্থনা

গ. ভাবোল্লাস		ঘ. পূর্বরাগ

উ: ক

ব্যাখ্যা: “এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর এই” পদটিতে রাধা সখীদের কাছে তার সীমাহীন দুঃখের কথা বলছেন, যা স্পষ্টতই কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে বিরহেরই এক প্রকাশ। এই পদটি বিদ্যাপতির রচিত এবং মাথুর পর্যায়ভুক্ত।

৩৮. "যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি" -- পদটি কোন পর্যায়ের?

ক. মাথুর		খ. অভিসার

গ. পূর্বরাগ		ঘ. কোনোটিই নয়

উ: গ

ব্যাখ্যা: এটি পূর্বরাগের। যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি" পদটি বৈষ্ণব পদাবলীর কবি গোবিন্দদাস-এর লেখা এবং এটি 'বালা-ধানশী' রাগের একটি পদ, যা রাধার কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগের এক তীব্র এবং গভীর অনুভূতি প্রকাশ করে। এই পদে রাধার তনু থেকে নির্গত জ্যোতি বা দীপ্তি এবং বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে, যা কৃষ্ণের রূপের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ ও মুগ্ধতাকে তুলে ধরে।

৩৯. চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি?

ক. জ্ঞানদাস		খ.গোবিন্দ দাস

গ. A ও B উভয়ই		ঘ. কোনোটিই নয়

উ: খ

ব্যাখ্যা:” চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দ দাস। তিনি একাধারে সাধক, ভক্ত ও রূপদক্ষ ছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত হন। তাঁর রচিত পদাবলী ধর্মীয় তত্ত্ব ও কাব্যিক রসসিদ্ধির এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ।

৪০. গোবিন্দ দাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যা দিয়েছেন

ক. সুকুমার সেন		খ. জীব গোস্বামী

গ. চৈতন্যদেব		ঘ. বল্লভ দাস

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: গোবিন্দ দাস কে “দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ” উপাধি দিয়েছিলেন বৈষ্ণব পদকর্তা বল্লভ দাস ।

৪১. "রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।" -- পদটি কার রচনা?

ক. বিদ্যাপতি		খ. চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দ দাস		ঘ জ্ঞানদাস

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল এটি জ্ঞানদাসের রচিত পদ। জ্ঞানদাসকে এই ধরনের অনুরাগের পদ লেখার জন্য বিখ্যাত করা হয়। এই পদের মধ্যে রয়েছে রূপানুরাগের প্রকাশ, যা আধুনিক গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য বহন করে।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

৪২. "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।" -- পদটি কোন পর্যায়ের ?

ক.পূর্বরাগ　　খ. অভিসার

গ. প্রেমবৈচিত্ত্য　　ঘ. নিবেদন

উ: গ

ব্যাখ্যা: সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।" – এই পদটি জ্ঞানদাসের লেখা, যেখানে শ্রীরাধার আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে এবং এটি প্রেমবৈচিত্র্য বা আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ভুক্ত। প্রেমবৈচিত্র্য বলতে বোঝায় যেখানে প্রত্যাশিত আনন্দ বা সুখের পরিবর্তে অতৃপ্তি ও বেদনা লাভ হয়, যা এই পদে শ্রীরাধার ক্ষেত্রে ঘটেছে।

৪৩. "কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল" -- পদটি কার রচনা ?

ক. বিদ্যাপতি　　খ. চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দ দাস　　ঘ. জ্ঞানদাস

উ: গ

ব্যাখ্যা: কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল পদটি গোবিন্দদদাস এর রচনা। এই পদটিতে রাধার অভিসারযাত্রার প্রস্তুতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনি দুর্গম পথে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে কণ্টকময় পথ বা কণ্টকযুক্ত পথে চলার অভ্যাস করছেন।

৪৪. বিদ্যাপতির পদকে 'Cosmic imagination' কে বলেছেন ?

ক. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়　　খ. খগেন্দ্রনাথ মিত্র

গ. দীনেশচন্দ্র সেন　　ঘ. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উ: ক

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতির পদকে 'Cosmic imagination' বলেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর "বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা" গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন।

৪৫. বিদ্যাপতির পদ প্রথম কে সংগ্রহ করেন?

ক. জর্জ গীয়ার্‌সন　　খ. জন বীমস্‌

গ. জগবন্ধু ভদ্র　　ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন

উ: ক

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতির পদ প্রথম সংগ্রহ করেন স্যার গর্জ গীয়ার্সন ১৮৮১ সালে। তিনি শুধু পদই সংগ্রহ করেননি, তিনি বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদেরও অনুসন্ধান করে তাদের নামও প্রকাশ করেন।

৪৬. বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' নামে আখ্যায়িত করেন কে ?

ক. খগেন্দ্রনাথ মিত্র　　খ. দীনেশচন্দ্র সেন

গ. জগবন্ধু ভদ্র　　ঘ. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' নামে আখ্যায়িত করেছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মৈথিল ও সংস্কৃত কবি। বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় কবিতা রচনা করে স্থানীয় জনগণের ভাষায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, যখন রাজ্যের সরকারি ভাষা ছিল সংস্কৃত।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

৪৭. অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি

ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দদাস ঘ. জ্ঞানদাস

উ: গ

ব্যাখ্যা: গোবিন্দদাস কবিরাজ অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। মাথুর ও প্রার্থনা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন চণ্ডীদাস।

৪৮. "অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মোহে।" - পদটির রচয়িতা হলেন

ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দদাস ঘ. জ্ঞানদাস

উ: ক

ব্যাখ্যা: অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব" পদটির রচয়িতা হলেন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি, এবং এটি মাথুর পর্যায়ের একটি পদ, যেখানে রাধা কৃষ্ণের বিরহে তার আসন্ন মৃত্যুর কথা বলেছেন এবং এই অবস্থায় বৃষ্টির প্রয়োজন হলেও তা না পাওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এই পদের মাধ্যমে রাধা বিরহ-যন্ত্রণার চরম অবস্থায় থেকেও কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা এবং তার না পাওয়ার বেদনাকে প্রকাশ করেছেন।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মোহে": এই পদের প্রথম পঙক্তিটিই পদটির নামকরণ করেছে। এর অর্থ হলো, "যদি অঙ্কুরিত বীজ সূর্যের তাপে শুকিয়ে যায়, তবে মেঘের বারিধারার কী হবে?" অর্থাৎ, যখন বীজ নিজেই (রাধা) সূর্যের তাপে (বিরহে) শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন মেঘ বা বৃষ্টি (কৃষ্ণের উপস্থিতি বা করুণা) এসে কী লাভ হবে?

৪৯. "আলো মুঞি জানো না
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।" - পদটির রচয়িতা

ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দদাস ঘ. জ্ঞানদাস

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: আলো মুঞি জানো না জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে-পদটির কবি হলেন কবি জ্ঞানদাস, যিনি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। এই পদটি 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং এতে রাধার পূর্বরাগের বর্ণনা রয়েছে, যেখানে তিনি কৃষ্ণকে দেখে ব্যাকুল হয়েছেন।

পদটি রাধার পূর্বরাগের একটি উদাহরণ। রাধা এখানে বলছেন যে, তিনি কৃষ্ণকে দেখলে হয়তো কদম্বের তলে যেতেন না, কিন্তু তার মন তখন কৃষ্ণরূপের সাগরে ডুবে গিয়েছিল এবং তিনি পথ হারিয়েছি

৫০. যে বৈষ্ণব কবি রাধিকার বারমাস্যা বর্ণনা করেছেন

ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দ দাস ঘ. জ্ঞানদাস

উ: গ

ব্যাখ্যা: গোবিন্দ দাস রাধিকার বারমাস্যা কথা বলেছেন।

৫১. দ্বিজ মাধবের কাব্যে কোন মোগল সম্রাটের উল্লেখ আছে?

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

Live MCQ
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

ক. আকবর
খ. বাবর
গ. ঔরঙ্গজেব
ঘ. শাহজাহান
উ: ক
ব্যাখ্য: দ্বিজ মাধবের কাব্যে সম্রাট আকবর-এর উল্লেখ আছে। তিনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক সময়ে তার কাব্য রচনা করেন।

৫২. মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যটি প্রথম ছাপা হয় কোথা থেকে?
ক। রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনের শোভাবাজার থেকে
খ। রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে
গ। রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে
ঘ। রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
উ: ক
ব্যাখ্যা: মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি প্রথম ১৮২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দ রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় শোভাবাজার থেকে প্রকাশিত হয়।

৫৩. ভারতচন্দ্রের রচনা মনিমালা, মুকুন্দরামের রচনা বনমালা'-কে বলেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. সুকুমার সেন
গ. আশুতোষ ভট্টাচার্য
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উ: গ
ব্যাখ্যা: ভারতচন্দ্র এবং মুকুন্দরাম-এর রচনার তুলনা করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে ভারতচন্দ্রের রচনা মনিমালা, মুকুন্দরামের রচনা বনমালা'। এছাড়া তিনি বলেছেন যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডকে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছে।

৫৪)মুকুন্দরামের সমসাময়িক ছিলেন কোন বিদেশি সাহিত্যিক?
ক। কীটস
খ. বায়রণ
গ. শেলী
ঘ. শেক্সপিয়ার
উ: ঘ
ব্যাখ্যা: মুকুন্দরাম সমসাময়িক বিদেশি সাহিত্যিকি ছিলেন শেকসপিয়ার।

৫৫. মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখাকে কোন বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়?
ক। গ্যেটে
খ. টলস্টয়
গ. ক্ল্যাবে
ঘ. কীটস
উ: গ
ব্যাখ্যা: মুকুন্দ চক্রবর্তী লেখাকে বিদেশি সাহিত্যের ক্লাবের লেখার সঙ্গে তুলনা করা হয়?

৫৬. ধনপতির শ্বশুরের নাম কি?
ক. লাখপতি দত্ত
খ. লক্ষপতি দত্ত

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

গ. মানিক দত্ত ঘ. বিলাসী সদাগর

উ: খ

ব্যাখ্যা: ধনপতির শ্বশুরের নাম লক্ষপতি দত্ত। ধনপতি সওদাগর হলেন মধ্যযুগের জনপ্রিয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যিনি একজন ধনী ও প্রভাবশালী বণিক ছিলেন এবং দেবী চণ্ডীর উপাসনা করতেন। তাঁর দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা, এবং তাঁর পুত্র সীমন্ত সওদাগরও এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ধনপতি সওদাগরের কাহিনী কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনীর পাশাপাশি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিক খণ্ড' নামে পরিচিত।

৫৭. কোন পুরানে মঙ্গল চন্ডীর কাহিনী বর্ণিত আছে?

ক। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ খ. কালিকাপুরাণ

গ. বিষ্ণু পুরাণ ঘ. বৃহদধর্ম পুরাণ

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: বৃহদ্ধর্ম পুরাণ হল একটি হিন্দু উপপুরাণ যা ধর্মীয় আলোচনা ও ব্যাখ্যা নিয়ে গঠিত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণে দেবী চণ্ডী-এর উল্লেখ থাকলেও, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাঁর ভূমিকা একটি কেন্দ্রীয় এবং প্রধান বিষয়।

৫৮. চন্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিজ মাধব কোন সময়ের কবি?

ক. পঞ্চদশ শতকের খ. ষোড়শ শতকের

গ. সপ্তদশ শতকের ঘ. অষ্টাদশ শতকের

উ: খ

ব্যাখ্যা: দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য ষোড়শ শতাব্দী তথা মধ্যযুগের একজন বাঙালি কবি এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য ঐতিহ্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদানকারী। উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামে এই কবির কাব্য খুবই সুপরিচিত।

৫৯. মুকুন্দ চক্রবর্তী কার আদেশে কাব্য রচনা করেন?

ক. বাঁকুড়া রায় খ. মামুদ শরীফ

গ. রঘুনাথ রায় ঘ. মেদিনী রায়

উ: গ

ব্যাখ্যা: মুকুন্দ চক্রবর্তী মূলত জমিদার রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে এবং দেবী চণ্ডীর আদেশে কাব্য রচনা করেন। বাঁকুড়া রায়, যিনি মুকুন্দরামকে তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন, পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রঘুনাথ যখন জমিদার হন, তখনই কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেন।

৬০. মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে'-কে বলেছেন?

ক. রামজয় বিদ্যাসাগর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার

গ. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঘ. যদুনাথ সরকার

উ: খ

ব্যাখ্যা: দেবী-চণ্ডীর পূজা প্রবর্তন ও প্রচারের কাহিনীকে অবলম্বন করেই মুকুন্দরাম তাঁর কাব্য রচনা করেন। এই ধরনের বিধিবন্ধ কাহিনীর আওতায় সমকালীন জীবন ও সমাজের যর্থাথ রূপায়ণ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কিন্তু প্রতিভাধর কবি মাত্রই এই

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

বাধাকে অতিক্রম করেছেন। অনন্য প্রতিভাধর কবি মুকুন্দরাম সম্বন্ধেও একথা সত্য। তাই দেব কাহিনীর অলৌকিকতার আড়ালে তিনি সমকালীন জীবন ও সমাজকে জীবন্ত করে তুলেছেন। মোটকথা সমাজ চিত্র রূপায়ণে এইরুপ দক্ষতা সমগ্র মধ্যযুগের কোন কবির মধ্যে লক্ষ করা যায় নি। মুকুন্দরামের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন-

'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণ তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহন করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেহন তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।। (কলিকাতা ৪র্থ সং. ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ১২/

৬১. ভারত চন্দ্রকে Father of the Modern Bengali কে বলেছেন?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. আশুতোষ ভট্টাচার্য
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: ভারতচন্দ্রকে Father of the Modern Bengali" (আধুনিক বাংলার জনক) বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬২. ভারতচন্দ্রকে কে যুগসন্ধির কবি বলেছেন?

ক. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. পঞ্চানন মণ্ডল
গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
ঘ. সুকুমার সেন

উ: গ

ব্যাখ্যা: ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভার মূল দিকগুলো হলো তাঁর মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা ভেঙে নতুনত্ব সৃষ্টি, শব্দ ও অনুপ্রাসের নিপুণ ব্যবহার, নাগরিক রুচির পরিচর্যা, এবং সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি শব্দের মিশ্রণে এক নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ। এই বৈশিষ্ঠ্য দেখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাকে যুগসন্ধির কবি বলে আখ্যায়িত

৬৩. ধর্মমঙ্গলের গান গাওয়া হয় -

ক। ৮ দিন ধরে ১৬ পালায়
খ। ১২ দিন ধরে ২৪ পালায়
গ। ৪ দিন ধরে ৮ পালায়
ঘ। ৮ দিন ধরে ৮ পালায়

উ:খ

ব্যাখ্যা: ধর্মমঙ্গলের গান গাওয়া হয় ১২ দিন ধরে ২৪ পালায়।

৬৪. মনসামঙ্গলের কোন কবির কাব্য অসমে জনপ্রিয়তা লাভকরেছিল?

ক। তন্ত্র বিভূতি
খ. জগজ্জীবন ঘোষাল
গ. বিষ্ণু পাল
ঘ. নারায়ণ দেব

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: নারায়ন দেব. বাকিজন মঙ্গলকাব্যের কবি না। নারায়ন দেবের রচিত মনসামঙ্গলের নাম হলো – পদ্মপুরাণ।

৬৫. নিম্নের কবিদের মধ্যে কার লেখা কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ' নয়?

ক। বিজয় গুপ্ত
খ. নারায়ণ দেব
গ. তন্ত্রবিভূতি
ঘ. ষষ্ঠীবর দত্ত

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: ষষ্ঠীবর দত্ত।

৬৬. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনী কাব্য কে রচনা করেন?

ক.বৃন্দাবন দাস
খ. লোচন দাস
গ. জয়ানন্দ
ঘ. পরাগল খাঁ

উ: ক

ব্যাখ্যা: শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনী কাব্য রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। তার রচিত চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থটিই বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী।

৬৭. চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

ক. কৃষ্ণদাস কবিরাজ
খ. জয়ানন্দ
গ. বৃন্দাবন দাস
ঘ. কবি কর্ণপুর পরা

উ: ক

ব্যাখ্যা:

লেখকের নাম	গ্রন্থ
বৃন্দাবন দাস	চৈতন্য-ভাগবত
লোচন দাস	চৈতন্যমঙ্গল
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্যচরিতামৃত
মুরারিগুপ্ত	শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত

৬৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি- অথবা, প্রাচীনতম বাঙ্গালী মুসলমান কবি কে?

ক. শাহ মোহাম্মদ সগীর
খ. সাবিরিদ খান
গ. শেখ ফয়জুল্লাহ
ঘ. মুহম্মদ কবির

উ: ক

ব্যাখ্যা: শাহ মুহম্মদ সগীর ছিলেন ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত বাঙালি মুসলিম কবি, যিনি গৌড় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের (১৩৯৩-১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনামলে 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। তিনি বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং তাঁর 'ইউসুফ-জুলেখা' ফারসি কবি আবদুর রহমান জামির একই নামের একটি ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

৬৯. আরাকান রাজসভার দুজন প্রধান কবির নাম কী?

ক. কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল

গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ঘ. কঙ্কণ ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

উত্তর: খ

৭০. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রথম মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে কাব্যধারার প্রবর্তক হিসেবে কাকে বিবেচনা করা হয়?

ক. সৈয়দ আলাওল　　খ. কোরেশী মাগনঠাকুর

গ. মরদন　　ঘ. দৌলত কাজী

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রথম মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে কাব্যধারার প্রবর্তক হিসেবে দৌলত কাজী-কে বিবেচনা করা হয়। তিনি ধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও বেদনার জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। তাঁর রচনায় মানবীয় জীবনের প্রগাঢ় অনুভূতিগুলোকে শব্দচয়নের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। দৌলত কাজী (কাজী দৌলত নামেও পরিচিত), ছিলেন মধ্যযুগের একজন বাঙালি কবি। তিনি ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন এক সময় চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে সুলতানপুরের কাজী পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যের নাম সতীময়না- লোরচন্দ্রানী। মিয়া সাধন নামক একজন হিন্দি ভাষী মুসলিম কবি রচিত "মৈনাসত" নামক কাব্যই ছিল কবি দৌলত কাজীর “সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" কাব্য রচনায় আদর্শ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই কাব্য সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কবির মৃত্যুর ২০ বছর পরে ১৬৫৯ সালে কবি আলাওল(আনুমানিক ১৫৯৭-১৬৭৩) কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন।

তিন খণ্ডের এই কাব্যের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডে দৌলত কাজী কবি প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখে গেছেন। প্রথম খণ্ডে কাব্যের নায়ক নায়িকা এবং তাদের স্বভাবগত দোষগুনের কথা তিনি লিখেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের নায়িকা ময়নাবতী বিরহের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর বিরহের অবসান ঘটে এবং তার স্বামী লোর ও সতিন চন্দ্রানীর মিলন হয়। দ্বিতীয় খন্ড লেখার পর তাঁর মৃত্যু হয় এবং কবির ইঙ্গিত অনুযায়ী কাব্যটিকে মিলনান্তক করে কবি আলাওল দৌলত কাজীর এ অসমাপ্ত কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

৭১. মহাকবি আলাওল কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য বিখ্যাত?

(ক) সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী　　(খ) পদ্মাবতী

(গ) চন্দ্রাবতী　　(ঘ) নসীরনামা

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: পদ্মাবতী আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা। আলাওল তাঁর পদ্মাবতী রচনা করেন ১৬৪৮ সালে। পদ্মাবতী কাব্যটি মৌলিক রচনা নয়, অনুবাদ। মূল কাব্যটি হিন্দি ভাষায় লেখা, মালিক মোহাম্মদ জায়সীর – পদুমাবৎ। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হলো রাজস্থানের চিতোরের রানি পদ্মাবতী ও দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সংঘাতকে কেন্দ্র করে রচিত রোমান্টিক প্রেমকাহিনী, যা মধ্যযুগীয় লোককথা ও ইতিহাসের মিশ্রণ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: মধ্যযুগীয় রোম্যান্টিক ধারার প্রতিফলন, সুফিবাদের প্রভাব, আলাউদ্দিন খলজি ও পদ্মাবতীকে নিয়ে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্রের মিশ্রণ, এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার।

৭২.'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গবেষণা গ্রন্থটি কার লেখা?

ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়　　খ) মুহম্মদ এনামুল হক

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

গ) ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ) সুকুমার সেন

উ: খ

ব্যাখ্যা: আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গবেষণা গ্রন্থটির লেখক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। এই গ্রন্থটি সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করে, যা বাংলা সাহিত্যের এক বিস্তৃত এবং অনুদঘটিত পর্বের উপর আলোকপাত করে।

৭৩. চণ্ডীদাসের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন ধর্মীয় দিক তুলে ধরে?

ক) শাক্ত খ) বৌদ্ধ

গ) বৈষ্ণব ঘ) ইসলামিক

উ: গ

ব্যাখ্যা: চণ্ডীদাসের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বৈষ্ণব ধর্মীয় দিক তুলে ধরে। এই কাব্যটি রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত এবং এটি পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ও ভক্তি সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল

৭৪. মধ্যযুগের ঐতিহাসিক সংগ্রামী নারী চরিত্রের নাম কী?

ক) মীরের মাই খ) বেহুলা

গ) লীলাবতী ঘ) রত্নাবতী

উ: খ

ব্যাখ্যা: মধ্যযুগের অন্যতম সংগ্রামী নারী চরিত্র হলো বেহুলা। বেহুলা মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র, যিনি তার স্বামীর (লখিন্দর) মৃত্যুর পর তাঁর সতীত্ব ও দৃঢ়তার মাধ্যমে মনসা দেবীকে তুষ্ট করে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। তিনি একদিকে যেমন সতী-সাধ্বী ও পরমাসুন্দরী, অন্যদিকে তেমনি প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়েছেন। বেহুলা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় নারীত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যিনি ভালোবাসা, সাহস ও দৃঢ়সংকল্পের মাধ্যমে অলৌকিকতার স্পর্শে এক কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন।

৭৫. 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কোন চরিত্রটি দেবী মনসার বিরোধিতা করে?

ক) শিব খ) চাঁদ সওদাগর

গ) বেহুলা ঘ) লখিন্দর

উ: খ

ব্যাখ্যা:

চাঁদ সওদাগর মনসামঙ্গল কাব্যধারার একটি কিংবদন্তি চরিত্র। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের চম্পক নগরের একজন ধনী ও ক্ষমতাশালী বণিক। চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবের ভক্ত। মনসা চাঁদের পূজা কামনা করলে শিবভক্ত চাঁদ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। মনসা ছলনার আশ্রয় নিয়ে চাঁদের পূজা আদায় করার চেষ্টা করলে, চাঁদ শিবপ্রদত্ত 'মহাজ্ঞান' মন্ত্রবলে মনসার সব ছলনা ব্যর্থ করে দেন। তখন মনসা সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশে চাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তার গুপ্তরহস্য জেনে নেন। এর ফলে চাঁদ মহাজ্ঞানের অলৌকিক রক্ষাকবচটি হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু এরপরেও চাঁদ সদাগর তার বন্ধু ধন্বন্তরীর অলৌকিক ক্ষমতাবলে

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন। ধন্বন্তরী চাঁদের থেকেও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। তাই ছলনা করে মনসা তাকে হত্যা করেন। এরপর চাঁদ যথার্থই অসহায় হয়ে পড়েন।

৭৬. আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোন সংস্কৃতির মিলন ঘটায়?

ক) বৌদ্ধ-হিন্দু
খ) হিন্দু-মুসলিম
গ) শিখ-ইসলা
ঘ) খ্রিস্টান-হিন্দু

উ: খ

ব্যাখ্যা: আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন ঘটায়। কাব্যটি মূলত একটি হিন্দু কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত, এর বর্ণনায় মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির উপাদানও রয়েছে, যার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে একটি মিলন ঘটেছে।

৭৭. প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র আখ্যানকাব্য কোনটি?

ক) অন্নদামঙ্গল কাব্য
খ) মনসামঙ্গল কাব্য
গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ঘ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

উ: গ

ব্যাখ্যা: প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র আখ্যানকাব্য হলো গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই কাব্যটি বড়ু চণ্ডীদাস কর্তৃক রচিত এবং এটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম আখ্যানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

৭৮. 'সত্য পীরের পাঁচালী' কার সাহিত্যকর্ম?

ক) চণ্ডীদাস
খ) কৃত্তিবাস ওঝা
গ) বিদ্যাপতি
ঘ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: সত্যপীরের পাঁচালী হলো একটি বাংলা লোককথা যা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ে উদ্ভূত, যেখানে ঈশ্বর বা সত্যনারায়ণ পীরের ছদ্মবেশ ধারণ করে মানুষের কষ্ট দূর করেন এবং সিন্নি (নৈবেদ্য) দিয়ে পূজা করার নির্দেশ দেন। এই পাঁচালীতে সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় এবং এটি সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে বাংলায় প্রচলিত। মধ্যযুগীয় পীরসাহিত্যের একখানা গ্রন্থ। এতে সত্যপীরের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। মধ্যযুগে একাধিক কবি বিভিন্ন শিরোনামে এই পাঁচালি কাব্য রচনা করেছেন, যেমন: সত্যপীরের পাঁচালি, সত্যপীরের কথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালি ইত্যাদি। কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: কবি কংক, শেখ ফয়জুল্লাহ, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রামানন্দ, শাহ্ গরীবুল্লাহ, ভারতচন্দ্র প্রমুখ।

৭৯.মধ্যযুগের সর্বাধিক গ্রন্থপ্রণেতা কে?

ক) আলাওল
খ) ভারতচন্দ্র
গ) চণ্ডীদাস
ঘ) বিদ্যাপতি

উ: ক

ব্যাখ্যা: আলাওল:

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- তিনি বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর রচিত "পদ্মাবতী" একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য, যা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন ঘটায়।
- আলাওল সপ্তদশ শতকের (১৬০৭-১৬৮০)কবি।
- তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
- মহাকবি আলাওলের সমসাময়িক আরাকানের রাজা ছিলেন রাজা সুধর্মা।
- আলাওল মধ্যযুগের সর্বাধিক গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁর মোট কাব্যসংখ্যা সাত।
- আরাকানের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর তাকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করেছেন।

সেগুলির মধ্যে আখ্যানকাব্য হচ্ছে

- পদ্মাবতী (১৬৪৮),
- সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী (১৬৫৯),
- সপ্তপয়কর (১৬৬৫),
- সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৬৯) ও
- সিকান্দরনামা (১৬৭৩);

নীতিকাব্য

- তোহফা (১৬৬৪)

সঙ্গীতবিষয়ক কাব্য

- রাগতালনামা।

৮০. বিদ্যাপতি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) বেদ বংশ	খ) ব্রাহ্মণ বংশ
গ) শৈব বংশ	ঘ) কূর্ম বংশকে

উ: গ

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতি মৈথিলি ভাষার কবি হলেও তাঁর রচিত প্রেমের গীতি বা পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- তিনি ছিলেন পঞ্চদশ শতকের কবি।
- তিনি ব্রজবুলি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন।
- শৈব বংশে জন্ম বলে তিনি বহু শৈবসঙ্গীতও রচনা করেন।

তবে বিদ্যাপতির সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছেঃ- কীর্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা ,গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার।

৮১. আরাকান রাজসভার কবি?

ক) দ্বিজ কানাই	খ) দীনেশচন্দ্র সেন
গ) শমশের আলী	ঘ) ফকীর গরীবুল্লাহ

উ: গ

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করিম খোন্দকার, শমশের আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সতেরো শতকে রাজা শ্রীসুধর্মার আমলে তাঁর সমর সচিব আশরাফ খানের তত্ত্বাবধানে কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। কাছাকাছি সময়ে কবি মরদন রচনা করেন 'নসীরানামা'। রাজা সাদ উমাদারের রাজত্বকালে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোশকতায় আলাওল তাঁর বিখ্যাত 'পদ্মাবতী' কাব্যটি রচনা করেন। এছাড়া রাজা চন্দ্র সুধর্মার সমর সচিব সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে আলাওল 'সপ্তপয়কর', নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সেকেন্দারনামা', মন্ত্রী সৈয়দ মুসার আদেশে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' কাব্য রচনা করে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেন। আরাকান রাজসভার খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে কোরেশী মাগন ঠাকুর বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও রাজসভাসদ। তিনি 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের রচয়িতা ও কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোশক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়াও আরাকান রাজসভার সভাসদের আনুকূল্যে কবি আবদুল করীম খোন্দকার 'দুল্লা মজলিস কাব্য রচনা করেন। শমসের আলী রচনা করেন বিজওয়ানা শাহ নামক কাব্য।

৮২. পুর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে রয়েছে-

ক) মহুয়া পালা
খ) নিজাম ডাকাতের পালা
গ) হারামনি
ঘ) দেওয়ানা মদিনা

উ: খ

ব্যাখ্যা: পূর্ববাংলার লোকসাহিত্যের একটি সংকলন হলো পূর্ববঙ্গ গীতিকা। মুখে মুখে রচিত ও লোকসমাজে প্রচলিত এর পালাগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, অঞ্চল থেকে পালাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এগুলির প্রধান প্রধান সংগ্রাহক হলেন চন্দ্রকুমার দে, দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ চৌধুরী, জসীমউদ্দীন, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, রজনীকান্ত ভদ্র, বিহারীলাল রায়, বিজয়নারায়ণ আচার্য প্রমুখ। সংগৃহীত পালাগুলির সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। সেগুলির মধ্যে ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চন মালা, কমলা রানীর গান, মদনকুমার ও মধুমালা, নেজাম ডাকাতের পালা, দেওয়ান ঈশা খাঁ, মাঞ্জুর মা, কাফেনচোরা, ভেলুয়া, হাতিখেদা, আয়নাবিবি, কমল সদাগর, চৌধুরীর লড়াই, গোপিনী-কীর্তন, সুজা-তনয়ার বিলাপ, বারতীর্থের গান, নূরুন্নেছা ও কবরের কথা, পরীবানুর হাঁইলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পালাগুলির অধিকাংশই চোদ্দ শতকে রচিত। তবে কিছু কিছু পালা ষোল ও সতের শতকেও রচিত হয়েছে। পালাগুলির রচয়িতারা ছিলেন পল্লীর অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কৃষক, পাটনী প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির সাধারণ লোক। প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান, জমিদারদের দলাদলি বা লোকজীবনের কোনো ঘটনা নিয়ে ছড়া-পাঁচালির ঢঙে মুখে মুখে এগুলি রচিত হতো। পরে গায়েনের দল সুরারোপ করে এগুলি গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াত।

৮৩. 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক) মুহম্মদ মুকীম
খ) মুহম্মদ খায়ের
গ) আলাওল
ঘ) সৈয়দ হামজা

উ: ক

ব্যাখ্যা: গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা মুহম্মদ মুকীম। অষ্টাদশ শতকে এটি রচয়িত হয়। মূল গ্রন্থের নাম তাজুলমূলক গুল-ই-বকাওলী, যার লেখক ছিলেন ইজ্জতুল্লাহ্। এছাড়া কবি নাওয়াজিশ খানও সতের শতকে একই নামে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।

৮৪. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ক) বিজয়গুপ্ত
খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ) কবিন্দ্র পরমেশ্বর
ঘ) ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের একটি অংশ, যেখানে রাজা মানসিংহ ও ভবানন্দ মজুমদারকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়। এই উপাখ্যানে তৎকালীন সমাজজীবন ও তৎকালীন রাজকীয় ক্ষমতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে ভবানন্দকে প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং এই ঘটনার মাধ্যমে কবি ভারতচন্দ্র তার সমসাময়িক সমাজ ও জীবনকে দেব-কাহিনীর আড়ালে জীবন্ত করে তুলেছেন। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা করেন কবি, নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা মূর্তিপূজায় দেবী অন্নপূর্ণার পূজার প্রচলন করেন এবং দেবীর মাহাত্ম্য প্রতিফলিত একটি কাব্য রচনার জন্য ভারতচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। এর ফলশ্রুতিতেই রচিত হয় অন্নদামঙ্গল, যা তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: (ক) অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য, (খ) বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল এবং (গ) মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল।

৮৫. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশী?

ক) লক্ষ্মী ও সরস্বতী
খ) বিষ্ণু ও শিব
গ) মনসা ও চন্ডী
ঘ) দুর্গা ও কার্তিক

উ: গ

ব্যাখ্যা: মঙ্গলকাব্যে দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি মনসা ও চন্ডী।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে, যে কাব্যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য - কীর্তন করা হয়, যে কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয় এবং বিপরীতে হয় অমঙ্গল; যে কাব্য মঙ্গলাধার, এমন কি, যে কাব্য ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় তাকে বলা হয় মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য সাধারণত বিশেষ কোনও হিন্দু দেবতা বা দেবীকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এইসব দেবতা বা দেবীরা ছিল মূলত বাংলার স্থানীয় (যেমনঃ মনসা); সেই কারণেই তারা বেদ, পুরাণ, প্রভৃতি ধ্রুপদী শাস্ত্রে ছিল অনুল্লেখিত।

৮৬. মহাকবি আলাওলের সমসাময়িক আরাকানের রাজা কে ছিলেন?

ক) মাগন ঠাকুর
খ) সুধর্মা
গ) চণ্ডীদাস
ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র

উ: খ

ব্যাখ্যা: মহাকবি আলাওলের সমসাময়িক আরাকানের রাজা ছিলেন সুধর্মা। আলাওলের পাশাপাশি অন্যান্য কবি যেমন দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, এবং মরদনও এই শাসকের সময়কালে আরাকানে সাহিত্য চর্চা করেছিলেন।

৮৭. কার আদেশে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?

ক) দেবী অন্নপূর্ণার
খ) চণ্ডীদাসের
গ) কৃষ্ণচন্দ্রের
ঘ) রবীন্দ্রনাথের

উ: গ

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি, মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি এবং অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন।

- কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র ৩টি খণ্ডে বিভক্ত 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২-৫৩) কাব্য রচনা করেন।
- এ কাব্যে দেখা যায়, দেবী অন্নপূর্ণা ভবানন্দ গৃহে যাওয়ার সময় নারীরূপ ধারণ করে নদী পার হতে ঈশ্বরী পাটুনির নৌকায় উঠেছিলেন।
- নৌকায় উঠলে দেবীর পায়ের ছোয়ায় নৌকা স্বর্ণে পরিণত হয়। ততক্ষণে পাটুনি বুঝে গেছেন, এ কোন সাধারণ নারী নয়, স্বয়ং দেবতা।
- নৌকায় ওঠার আগেই দেবী বলেছিলেন, "বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব।
- নদী পার হওয়ার পর ঈশ্বরী পাটুনি বর চাইলেন, 'প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে যোড় হাতে। / আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।' 'সত্য পীরের পাঁচালী (১৭৩৭-৩৮), 'রসমঞ্জরী', 'নাগাষ্টক', 'গঙ্গাষ্টক', 'চণ্ডীনাটক' (নাটক) প্রভৃতি ভারতচন্দ্র রচিত সাহিত্যকর্ম ।

৮৮. কত শতকে বৈষ্ণব পদাবলির বিকাশ ঘটে?

ক) পঞ্চদশ শতাব্দী খ) ষোড়শ শতাব্দী
গ) সপ্তদশ শতাব্দী ঘ) অষ্টাদশ শতাব্দী

উ: খ

৮৯. 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' কতটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়?

ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার

উ: গ

ব্যাখ্যা: গীতিকা হলো আখ্যানধর্মী লোকসাহিত্য। প্রাচীনকালে ইউরোপে নাচের সাথে যে কবিতা গীত হতো, তাকেই গীতিকা বলা হতো। বাংলাদেশে তিন ধরনের গীতিকা বিদ্যমান। যথা:

- নাথ গীতিকা,
- মৈমনসিংহ গীতিকা ও
- পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

নেত্রকোনা জেলার আইথর/রাঘবপুর গ্রামের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দের সহযোগিতায় ড. দীনেশচন্দ্র সেন নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ১৯২৬ সালে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় অন্তর্ভুক্ত ধোপার হাট, মইষাল বন্ধু, কমলা রাণীর গান, দেওয়ান ঈশা খাঁ, ভেলুয়া, আয়না বিবি ও গোপিনী কীর্তন প্রভৃতি পালাগান চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন।

৯০. বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

ক) কানা হরিদত্ত খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ) চন্ডীদাস ঘ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

উ: খ

৯১. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মধ্যযুগের কোন ধরনের সাহিত্যের মধ্যে পরে?

ক) মঙ্গলকাব্য

খ) অনুবাদ সাহিত্য

গ) মর্সিয়া সাহিত্য

ঘ) মৌলিক রচনা

উ: খ

ব্যাখ্যা: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য ধারার অন্তর্ভুক্ত, কারণ এই ধরনের সাহিত্য মূলত আরবি, ফারসি ও অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়ে মধ্যযুগে বিকাশ লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শাহ মুহাম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জুলেখা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, যা ফারসি থেকে অনূদিত হয়েছিল

৯২. নিচের কোনটি মঙ্গলকাব্যের অংশ নয়?

ক) মর্ত্যখণ্ড

খ) আত্মপরিচয়

গ) শ্রুতিফল

ঘ) তিরোধান

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: একটি সম্পূর্ণ মঙ্গল কাব্যে সাধারণত ৫ টি অংশ থাকে। যথা: বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড, শ্রুতিফল।

৯৩. ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি ?

ক. সম্বাদ কৌমুদী

খ. সমাচার দর্পণ

গ. সংবাদ প্রভাকর

ঘ. সম্বাদ ভাস্কর

উ: গ

ব্যাখ্যা: ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকা ‘সংবাদ প্রভাকর ’। এটি ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে পরে ১৮৩৯ সালে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যকর্ম: প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর।

> বিখ্যাত কবিতা: স্বদেশ, নীলকর, আনারস, পাঁঠা, তপসে মাছ, কে, বাঙালির মেয়ে বিখ্যাত কবিতা।

৯৪. সোনাভান’ কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. সৈয়দ হামজা

খ. মীর মোহম্মদ সফী

গ. শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ

ঘ. আলাওল

উত্তর : গ.

ব্যাখ্যা: সোনাভান কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা হলেন শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ। তাঁর রচিত এই কাব্যটি যুদ্ধকাহিনী ভিত্তিক এবং এতে আমীর হামজার সাথে সোনাভানের যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে, যা পুঁথি সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ

৯৫. কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

ক. বিরহ বিলাপ

খ. অশ্রুমালা

গ. অমিয়ধারা

ঘ. মহাশ্মশান

উত্তর : ক

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

Live MCQ
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

ব্যাখ্যা: মহাকবি কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল বিরহ বিলাপ (১৮৭০)। এটি মাত্র ১৩ বছর বয়সে লেখা হয়েছিল। কায়কোবাদ আরও অনেক উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে কুসুম কানন (১৮৭৩), অশ্রুমালা (১৮৯৬), মহাশ্মশান (১৯০৪) এবং অমিয়ধারা (১৯২৩) অন্যতম।

৯৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেছেন?

ক. প্রথম নবজাগরণের কবি
খ. খাঁটি বাঙালি কবি
গ. সন্ধিক্ষণের কবি
ঘ. সংবাদপত্রকার কবি

উ: খ

ব্যাখ্যা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে "খাঁটি বাঙালি কবি" বলেছেন, কারণ তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শেষ থেকে আধুনিক যুগের শুরুর পর্যায় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা ভাষাকে আধুনিকতার পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

৯৭. বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শোকগাঁথা কোনটি?

ক. শকুন্তলা
খ. কপালকুণ্ডলা
গ. প্রভাবতী সম্ভাষণ
ঘ. সীতার বনবাস

উ: গ

ব্যাখ্যা: বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শোকগাঁথা হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা প্রভাবতী সম্ভাষণ। এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক ও শোকপূর্ণ গদ্য রচনার উদাহরণ হিসেবে পরিচিত।

৯৮. ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা কোন বইটি ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করেছে?

ক. শকুন্তলা
খ. সীতার বনবাস
গ. বর্ণপরিচয়
ঘ. ভ্রান্তিবিলাস

উ: গ

ব্যাখ্যা:" ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণপরিচয় বইটি ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করে, যা বাংলা বর্ণমালার সংস্কার এবং বাংলা শিক্ষাজগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্ণপরিচয় বইটি ১৮৫৫ সালে দুই ভাগে প্রকাশিত হয়। এই প্রাথমিক পুস্তিকাটি বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কৃত ভাষার অযৌক্তিক শাসন থেকে মুক্ত করে এবং যুক্তি ও বাস্তবতাবোধ প্রয়োগে বর্ণমালার সংস্কার সাধন করে। এর প্রকাশ বাংলা শিক্ষাজগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল।

৯৯. বাংলা ভাষার প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কোনটি?

ক. বঙ্কিমচরিত
খ. ঈশ্বরচন্দ্রচরিত
গ. রামায়ণচরিত
ঘ. বিদ্যাসাগরচরিত

উ: ঘ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষার প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত। এটি তাঁর শৈশবের বর্ণনা দিয়ে লেখা একটি অসমাপ্ত রচনা, যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯১ সালে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রকাশ করেন।

১০০. অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় অংশের নাম কি?

ক) অনন্যসুন্দর খ) বিদ্যানন্দ
গ) বিদ্যাসুন্দর ঘ) সুধানন্দ

উ: গ

ব্যাখ্যা: অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় অংশটি হল বিদ্যাসুন্দর। এই কাব্যের তিনটি প্রধান খণ্ড রয়েছে: প্রথম খণ্ড 'অন্নদামঙ্গল' বা অন্নদামাহাত্ম্য, দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' বা কালিকামঙ্গল, এবং তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ' বা অন্নপূর্ণামঙ্গল।

১০১. মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' বাংলায় অনুবাদ করেন কে?

ক) বিজয়গুপ্ত খ) শ্রীকর নন্দী
গ) ভবানী দাস ঘ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর

উ: খ

ব্যাখ্যা: আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন।
- তার সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় সর্বপ্রথম 'মহাভারত' অনুবাদ করেন ও পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের উৎসাহে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' বাংলায় অনুবাদ করেন।

১০২. বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যগ্রন্থ 'মুক্তল হোসেন' কে রচনা করেন?

ক) শেখ ফয়জুল্লাহ খ) রাধারমণ গোপ
গ) মুহম্মদ খান ঘ) রামনিধি গুপ্ত

উ: গ

ব্যাখ্যা: বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যগ্রন্থ 'মুক্‌তল হোসেন' রচনা করেন মুহম্মদ খান। এই কাব্যটি ফারসি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের ভাবানুবাদ এবং এটি কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত একটি শোকগীতি বা মর্সিয়া।

১০৩. মনসামঙ্গলের জনপ্রিয় কবি কে?

ক) নারায়ণ দেব খ) দ্বিজ বংশীদাস
গ) মুকুন্দরাম ঘ) ক্ষেমানন্দ

উ: খ

ব্যাখ্যা: মনসামঙ্গল 'কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি হলেন বিজয় গুপ্ত। প্রশ্নে উল্লেখিত কবিদের দ্বিজ বংশীদাস হলো মনসামঙ্গলের কবি।

১০৪. বৈষ্ণব ধারার প্রথম সাহিত্য কোনটি?

ক) পদকল্পতরু খ) চর্যাপদ
গ) গীত গোবিন্দ ঘ) পদসমুদ্র

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

উ: গ

ব্যাখ্যা: গীতগোবিন্দম একটি নাট্য কাব্য। এটি বৈষ্ণব ধারার প্রথম সাহিত্য।

- এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব এর রচয়িতা।
- গীত গোবিন্দ দ্বাদশ শতকের প্রমিত সংস্কৃত ভাষার শেষ কাব্য।
- রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা এই কাব্যের মুখ্য বিষয়।
- ২৮৬ টি শ্লোক এবং ১২ টি গীতের সমন্বয়ে ১২ সর্গে এটি রচিত।

১০৫. নাথগীতিকা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' কে প্রকাশ করেন?

ক) শুকুর মাহমুদ | খ) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
গ) ড. দীনেশচন্দ্র সেন | ঘ) স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: ১৮৭৮ সালে জর্জ গ্রিয়ার্সন রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের থেকে এই নাথগীতিকাটি সংগ্রহ করেন

১০৬. লোক সাহিত্যকে ‘জনপদের হৃদয়-কলরব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন কে?

ক) কৃত্তিবাস ওঝা | খ) বসন্তরঞ্জন রায়
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ঘ) চন্ডীদাস

উ: গ

ব্যাখ্যা: লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা; এর মধ্য দিয়ে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে ‘জনপদের হৃদয়-কলরব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

- লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ এই আটটি শাখায় ভাগ করা যায়।

১০৭. সৈয়দ সুলতান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ফরিদপুর | খ) নরসিংদী
গ) চট্টগ্রাম | ঘ) মাদারীপুর

উ: গ

ব্যাখ্যা: মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কবি। তাঁর বাসস্থান ছিল চট্টগ্রামের চক্রশালা চাকলার অধীন পটিয়া গ্রাম। চট্টগ্রামের লস্করপুর তথা পরাগলপুরে কবি সাময়িকভাবে বসবাস করেন। তাঁর পীরের নাম সৈয়দ হাসান; পরে তিনি নিজেও পীরের মর্যাদা লাভ করেন। মক্তুল হুসেন কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ খান ছিলেন তাঁর শিষ্য।কবির সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ রচনা নবীবংশ কাব্য। ফারসি কাসাসুল আম্বিয়া অনুসরণে এটি রচিত। এতে সৃষ্টির সূচনা থেকে হযরত মুহাম্মাদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী-রসুলের কর্ম ও ধর্মজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এছাড়া বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীকেও নবীদের ধারাভুক্ত করা হয়েছে। তবে ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও প্রচারই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিশালতার বিচারে নবীবংশ মহাকাব্যের সমতুল্য।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

Live MCQ
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

১০৮. নবীবংশ’ কাব্যের শেষাংশে উল্লেখ আছে -

ক) শবে বরাত
খ) শবে মিরাজ
গ) শবে কদর
ঘ) সবগুলোই

উ: খ

ব্যাখ্যা: সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবীবংশ' কাব্যের একটি অংশ 'শবে মিরাজ' বা 'মিরাজনামা' নামে পরিচিত। এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ গমন, যা কাব্যের শেষাংশে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১০৯. দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন ?

ক) সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ) কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ) সুলতান বরবক শাহ
ঘ) জমিদার নিজাম শাহ

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: দৌলত উজির বাহরাম খান ছিলেন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার একজন মুসলিম কবি।
তিনি চট্টগ্রামের জাফরাবাদের শাসনকর্তা জমিদার নিজাম শাহ-এর দেওয়ান ছিলেন।
নিজাম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায়ই তিনি পারস্যের কবি জামির আরবি লোকগাথা থেকে বাংলায় ‘লায়লী-মজনু’ অনুবাদ করেন।

১১০. ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির সংমিশ্রণ কোন লেখকের কৃতি?

ক) দৌলত কাজী
খ) মুহম্মদ সগীর
গ) আলাওল
ঘ) আব্দুল হাকীম

উ: ক

ব্যাখ্যা মধ্যযুগে বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারার পথিকৃৎ দৌলত কাজীর শ্রেষ্ঠ রচনা 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'।এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির সংমিশ্রণ করেছেন।

১১১. ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

ক) সাত সাগরের মাঝি
খ) পাখির বাসা
গ) সিরাজাম মুনীরা
ঘ) নৌফেল ও হাতেম

উ: ক

ব্যাখ্যা:

১. সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)	> এটি তার রচিত প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। > ১৯টি কবিতার সমন্বয়ে এটি কবির প্রথম প্রকাশিত ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। > মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে এ কাব্যের কবিতাগুলি লিখিত। > কাব্যে কবি বঙ্গীয় শব্দ ও অনুষঙ্গ ত্যাগ করে গ্রহণ করেছেন আরব্য উপন্যাস, ইরান-আরবের সংস্কৃতি ও পুরাণকথা। > বাংলা প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করে কবি বহু অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ গ্রহণ করেছেন। > ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কাব্যটির মূল সুর। > বিখ্যাত উর্দু কবি আল্লামা ইকবালকে তিনি কাব্যটি উৎসর্গ করেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

	> এ কাব্যটি প্রকাশে অর্থায়ন করেন কবি বেনজির আহমেদ। > 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'পাঞ্জেরি' এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা। *'পাঞ্জেরী'*: পাঞ্জেরী ফারসি শব্দ। এর বাংলা অর্থ জাহাজের অগ্রভাগে রক্ষিত পথনির্দেশক আলোকবর্তিকা বা আলোকবর্তিকাধারী ব্যক্তি। এটি তিনি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ শাসনের যাতাকলে পিষ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতাকে পাঞ্জেরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ।
২. হাতেমতায়ী	এটি একধরণের কাহিনী কাব্য। এই গ্রন্থের জন্য ১৯৬৬ সালে তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।
৩. নৌফেল ও হাতেম	এটি একধরণের কাব্যনাট্য।
৪. মুহুর্তের কবিতা	এটি তাঁর সনেট সংকলন।
৫. সিরাজাম মুনিরা, ৬. হাবেদা মরুর কাহিনী, ৭. সিন্দাবাদ।	

১১২. জসীমউদ্দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

ক) মাটির কান্না খ) ধানক্ষেত গ) বালুচর ঘ) কোনোটিই নয়

উ: ক

১১৩. 'বাঁশরি আমার হারিয়ে গেছে বালুর চরে, কেমনে পশিব গোধন লইয়া গোয়াল ঘরে।' -এটি কোন কবির রচনা?

ক) কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস
খ) কবি ইদ্রিস আলী
গ) কবি নজরুল ইসলাম
ঘ) কবি জসীমউদ্দীন

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: এই চরণটি পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের লেখা একটি জনপ্রিয় গান। যা রঙিলা নায়ের মাঝি থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে 'বাঁশরী' হল একটি বাঁশি, যা হারিয়ে যাওয়ার প্রতীক। 'গোধন' হলো গবাদি পশু, যা ফিরিয়ে আনতে না পারার কষ্টের কথা বলা হয়েছে

১১৪. জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য কোনটি?

ক) নকসী কাঁথার মাঠ
খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ) সকিনা
ঘ) রাখালী

উ: ক

ব্যাখ্যা: জসীমউদ্‌দীন এর দ্বিতীয় কাব্যের নাম 'নকশী কাঁথার মাঠ। এটি কবির শ্রেষ্ঠ গাঁথাকাব্য/ আখ্যানকাব্য/কাহিনি কাব্য । যা বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এই কাব্যের প্রধান দুই চরিত্র-রূপাই এবং সাজু।এই কাব্যে ১৪টি ছোট ছোট অধ্যায়ের মাধ্যমে দৃশ্যপট তৈরী করে সম্পূর্ণ দুইটি গ্রাম্য ছেলেমেয়ের কাহিনি অবলম্বনে অঙ্কিত একটি কাব্যচিত্র। এ উপাখ্যানের ছত্রে ছত্রে ভেসে উঠেছে গ্রামের নান্দনিক দৃশ্য। ছন্দের গাঁথুনিতে ফুটে উঠেছে গ্রামের মাঠঘাট, নদীনালা, খালবিল, হাওর-ঝিলসহ প্রাকৃতিক নানা দৃশ্য। ছন্দের এমন নিপুণ গাঁথুনিতে গ্রামকে কেবল জসীম উদদীনই উপস্থাপন করতে পারেন।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য হলো নকসী কাঁথার মাঠ। এটি বাংলা সাহিত্যের একটি অনবদ্য আখ্যানকাব্য এবং বহু গুণে গুণান্বিত বলে সর্বজনস্বীকৃত।

১১৪.“ঐ দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে অমনি করিয়া লুটাইয়া পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।”- বিখ্যাত এই পঙ্ক্তিদ্বয়ের রচয়িতা কে?

ক) বন্দে আলী মিয়া খ) জসীমউদ্দীন গ) গোলাম মোস্তফা ঘ) কে জি মোস্তফা

উ: খ

ব্যাখ্যা: ঐ দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে অমনি করিয়া লুটাইয়া পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে" এর রচয়িতা হলেন জসীমউদ্দীন। এই লাইনগুলো তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কবর' থেকে নেওয়া।

১১৫. ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি" উক্তিটি কোন কাব্য থেকে ?

ক) সোনার তরী খ) কল্পনা
গ) ক্ষনিকা ঘ) গীতাঞ্জলি

উ: খ

ব্যাখ্যা: ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি" উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থের "দুঃসময়" কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

১১৬. মহাশ্মশান কাব্যটি কতটি খন্ডে বিভক্ত?

ক) দুইটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাচটি

উ: খ

ব্যাখ্যা:

মহাকবি কায়কোবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং জননন্দিত গ্রন্থের নাম নি:সন্দেহে মহাশ্মশান মহাকাব্য। মুসলিম কবিদের লেখা এটাই বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম মহাকাব্য। কবি কায়কোবাদের মহাকবি নামের খ্যাতি এই ‘মহাশ্মশান’ নামের এই কাব্যের জন্যই। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে লেখা সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবির মর্মভেদী এই কাব্যগ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় নয়শত। মহাশ্মশান কাব্যে মোট তিনটি খন্ড রয়েছে।প্রথম খন্ড ১৯ সর্গ, দ্বিতীয় খন্ড ২৪ সর্গ এবং তৃতীয় খন্ড ৭ সর্গে সমাপ্ত।

১১৭. "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের সাহিত্যিক গুরুত্ব কী?

ক) প্রথম মহাকাব্য খ) বিহারীলালের প্রথম স্বার্থক গীতিকাব্য
গ) প্রথম সামাজিক কাব্য ঘ) প্রথম ধর্মীয় কাব্য

উ: খ

ব্যাখ্যা: বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের সাহিত্যিক গুরুত্ব হলো এটি বিহারীলাল চক্রবর্তীর একটি স্বার্থক ও গুরুত্বপূর্ণ গীতিকাব্য, যা তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' উপাধি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রচনায় 'আত্মগত অন্তরঙ্গ ভাব' ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি পরিচিত, যা 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়।

১১৮. আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশ-এর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ক) বনলতা সেন
খ) ধূসর পাণ্ডুলিপি
গ) রূপসী বাংলা
ঘ) কালের কলস

উ: গ

ব্যাখ্যা: আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের এই কাব্যগ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, বরং মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়।

১১৯. 'আযান' কবিতাটি কার রচনা?

ক) আকরম খাঁ
খ) কায়কোবাদ
গ) ফররুখ আহমদ
ঘ) হামিদ আলী

উ: খ

ব্যাখ্যা: আযান" কবিতার সার্থক কবি মহাকবি কায়কোবাদ। কেউ কেউ বলে থাকেন মুন্সী কায়কোবাদ। অবশ্য কবির প্রকৃত নাম মুহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। তিনি ১৮৫৭ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অধীনে আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১২১. 'শিবমন্দির' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক) গোবিন্দচন্দ্র দাস
খ) কায়কোবাদ
গ) অক্ষয় কুমার সরকার
ঘ) নবীন চন্দ্র সেন

উ: খ

ব্যাখ্যা: মহাকবি কায়কোবাদ অনেক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। কায়কোবাদের কাব্য সমূহ তিনটি ধারায় বিভক্ত। গীতিকাব্য,কাহিনীকাব্য, শ্রেণীহীন কবিতা।তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট তেরোটি।এর মধ্যে পাঁচটি গীতিকাব্য। তাঁর রচিত প্রথম গীতিকাব্য গ্রন্থের নাম – বিরহ বিলাপ (১৮৭০)। এছাড়া কুসুম কানন, অশ্রুমালা, অমিয় ধারা, ও প্রেমের ফুল গীতিকাব্যের উদাহরণ। কায়কোবাদের কাব্য জগতে তাঁর কাহিনীকাব্য গুলো অধিক পরিচিত। সকলের মতো তিনিও কাহিনিকাব্য গুলো লিখেছেন কাহিনি বা ঘটনাকে মূখ্য বিষয়। তাঁর কাহিনীকাব্যের সংখ্যা ছয়টি। যথ- মহাশ্মশান (১৯০৪),শিব মন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য (১৯২১), মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য (১৯৩৩) শ্মশান ভস্ম (১৯৩৮) প্রেমের বাণী (১৯৭০)ও প্রেম পারিজাত (১৯৭০)।

১২২. বাংলায় টিএস এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক-----

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. বিষ্ণু দেব
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
ঘ. বুদ্ধদেব বসু

উ: ক

ব্যাখ্যা: বাংলায় টিএস এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি টি এস এলিয়টের "The Journey of the Magi" কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন এবং তার "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যেটির নামকরণ করেছিলেন "তীর্থযাত্রী"।

১২৩. মহাকবি আলাওল নিচের কোন ভাষার সাহিত্যে অবদান রাখেন নি?

ক) আরবি
খ) ফার্সি

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

গ) তুর্কি　　　　ঘ) হিন্দি

উ: গ

ব্যাখ্যা: মহাকবি আলাওল তুর্কি ভাষার সাহিত্যে অবদান রাখেন নি, কারণ তিনি আরবি, ফার্সি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো এই ভাষাগুলোর ভাব ও বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

১২৪. বীরাঙ্গনা কোন ছন্দে রচিত ?

ক) মাত্রাবৃত্ত　　　　খ) অক্ষরবৃত্ত

গ) অমিত্রাক্ষর　　　　ঘ) মুক্তাক্ষর

উ: গ

ব্যাখ্যা: বীরাঙ্গনা কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, যা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তন করেন। এই ছন্দে পয়ার ও ত্রিপদীর মতো প্রচলিত ছন্দের ব্যবহার হলেও অক্ষরবিন্যাসে বৈচিত্র্য এবং মিলান্তের (অন্ত্যমিল) ব্যবহার না করার মাধ্যমে একে এক নতুন রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য	বীরাঙ্গনা (১৮৬২)	মোট ১১টি পত্র আছে। এই কাব্যের সবচেয়ে বড় আঙ্গিকতা ছিল – আধুনিকতা।

১২৫. কোন বাঙালি সাহিত্যিককে পাশ্চাত্যের মিল্টনের সাথে তুলনা করা হয়?

ক) কায়কোবাদ　　　　খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গ) মধুসূদন দত্ত　　　　ঘ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উ: গ

ব্যাখ্যা: মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য-এর সঙ্গে পাশ্চাত্য মহাকাব্য জন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট-এর প্রভাব দেখা যায়। মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এবং ইউরোপীয় মহাকাব্যের রীতি অনুসরণ করেছিলেন, যার কারণে তাঁকে পাশ্চাত্যের মিল্টনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

১২৬. মাইকেল মধুসূদনের প্রথম বাংলা কাব্য কোনটি?

ক) তিলোত্তমাসম্ভব　　　　খ) বিলাতের পত্র

গ) ব্রজাঙ্গনা　　　　ঘ) মেঘনাদ বধ কাব্য

উ: ক

ব্যাখ্যা: মাইকেল মধুসূদনের প্রথম বাংলা কাব্য হল তিলোত্তমাসম্ভব। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত এই কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সফল প্রয়োগের জন্য বিখ্যাত। মাইকেলের রচিত প্রথম সাহিত্য গুলো হলো-

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

গ্রন্থের বিষয়বস্তু	গ্রন্থের নাম	বৈশিষ্ট্য
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ	The Captive Lady (1849)	ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন।
প্রথম প্রকাশিত বাংলা ভাষায় গ্রন্থ	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)-	তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে এটি রচনা করেন।
প্রথম সার্থক নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।	
প্রথম প্রকাশিত সনেট	বঙ্গভাষা-	এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
প্রথম প্রকাশিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ	তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)-	এটি এক ধরণের কাহিনীকাব্য।
প্রথম প্রকাশিত সার্থক কমেডি	পদ্মাবতী (১৮৬০)-	এই কাব্যের ২য় অঙ্কে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।
প্রথম প্রকাশিত সার্থক ট্রাজেডি	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)	এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি
প্রথম প্রকাশিত বাংলা মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)	বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম , সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক মহাকাব্য।
২য় মহাকাব্য	হেক্টর বধ কাব্য (১৮৭১)-	এটি ছিল হোমারের ইলিয়ড এর অনুবাদ।
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য	ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১)।	এটির নাম ছিল রাধা বিরহ খণ্ড। আধুনিক বৈষ্ণব পদাবলীর পরিণতি এই কাব্য।
বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য	বীরাঙ্গনা (১৮৬২)	মোট ১১টি পত্র আছে। এই কাব্যের সবচেয়ে বড় আঙ্গিকতা ছিল – আধুনিকতা।
প্রথম সনেট সংকলনের নাম	চতুর্দশপদাবলী কবিতা (১৮৬৬)	১০২ টি সনেট ছিল।
প্রথম প্রহসন	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)	
২য় প্রহসনের নাম	একেই কি বলে সভ্যতা	
সর্বশেষ নাটক	মায়াকানন- প্রকাশিত হয়	এটি ছিল বিয়োগান্তক নাটক যা ১৮৭৪ সালে কবির মৃত্যুর পরে

১২৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক কোনটি?

ক) অশোক
খ) সাজাহান
গ) সরোজিনী
ঘ) কৃষ্ণকুমারী

উ: খ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ' সাজাহান', যা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা । বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলো হলো - 'সিরাজদ্দৌলা ' (১৯০৫) , 'মীর কাসিম' (১৯০৬) , 'ছত্রপতি শিবাজী '(১৯০৭) , 'তারাবাঈ' (১৯০৩) ,'নূরজাহান ' (১৯০৮) , 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) , 'সিংহল বিজয়' (১৯১৬) ইত্যাদি।

১২৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক -

ক. বসন্তকুমারী
খ) জমিদার দর্পণ
গ. কৃষ্ণকুমার
ঘ) শর্মিষ্ঠা

উ: গ

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটকটি হলো গ. কৃষ্ণকুমারীক (১৮৬১)। এটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেন এবং নাটকটির কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১২৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাবধ' কাব্যের কাহিনির উৎস কী?

ক) রামায়ণ
খ) মহাভারত
গ) ভাগবত
ঘ) হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী

উ: ক

ব্যাখ্যা: মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের কাহিনীর উৎস সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য টি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এ কাব্যে স্বর্গ রয়েছে নাটি। এটি একটি বীররসের কাব্য

১৩০. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য কোন ধরনের কাব্য?

ক) মহাকাব্য
খ) সনেট
গ) পত্রকাব্য
ঘ) গীতিকাব্য

উ: গ

ব্যাখ্যা: ‘বীরাঙ্গনা’ (১৮৬২): বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য (অমিত্রাক্ষর)। এতে মোট ১১টি পত্র আছে। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, সোমের প্রতি তারা উল্লেখযোগ্য পত্র। এটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। এটি করুণ রসের পত্রকাব্য ।

-বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে নেওয়া নারীদের মুখে লেখা চিঠির (পত্রের) মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে।

এটি মূলত ঈপিস্টলারি (epistolary) ধারার অনুবর্তী — অর্থাৎ, চিঠির আকারে লেখা কবিতা।

এই কাব্যে ১১ জন বীরাঙ্গনার চিঠির মাধ্যমে নারীদের অন্তর্জগৎ ও সমাজচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৩১. কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকায় পোস্ট মাস্টারের পদে কর্মরত ছিলেন?

ক) মীর মোশাররফ হোসেন
খ) দীনবন্ধু মিত্র
গ) হরিশচন্দ্র মিত্র
ঘ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উ: খ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: দীনবন্ধু মিত্র ১৮৫৫ সালে ১৫০টাকা বেতনে পটনায় পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। ক্রমে তার পদোন্নতি হয় এবং তিনি ওড়িশা, নদিয়া ও ঢাকা বিভাগে এবং পরে কলকাতায় সুপারিনটেন্ডেন্ট পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। লুসাই যুদ্ধের সময় ডাকবিভাগের কাজে তিনি কাছাড়ে প্রেরিত হন। এই সময় তার তদারকি কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধি দান করেন। যদিও ডাকবিভাগের উচ্চস্তরের কর্মচারী হয়েও উপযুক্ত বেতন তিনি পাননি।

১৩২. কোন গ্রন্থটি ঢাকা হতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

ক) মেঘনদবদ কাব্য খ) দুর্গেশনন্দিনী গ) নীলদর্পণ ঘ) অগ্নিবীনা

উ: গ

ব্যাখ্যা: দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক নীলদর্পণ(১৮৬০) বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ পরিচিত নাটক। স্বাদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। মনে করা হয়ে থাকে, নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন *মাইকেল মধুসূদন দত্ত।* তিনি A Native ছদ্মনামে নাটকটি অনুবাদ করেন। তবে আধুনিক গবেষকগণ এই বিষয়ে একমত নন। এ এই অনুবাদ NI Dur pan, or The Indigo Planting Mrror নামে প্রকাশ করেছিলেন *রেভারেন্ড জেমস লঙ।* এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। নাটকের বাস্তবতা এবং চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার গুণের জন্য অনেকেই নীল-দর্পণকে Uncle Tom's Cabin-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৩৩. বাংলা সাহিত্যে প্যারোডি রচনার পথিকৃৎ কে?

ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গ) প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ) দীনবন্ধু মিত্র

উ: খ

ব্যাখ্যা: প্যারোডি বা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা, এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই ধারার অন্যতম প্রধান রূপকার হিসেবে পরিচিত। তাঁর সৃষ্টিকর্মে এই ধরনের রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা হাস্যরস ও ব্যঙ্গ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হত।

১৩৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রধানত-

ক) কবি খ) নাট্যকার

গ) গীতিকার ঘ) ঔপন্যাসিক

উ: ক

১৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম প্রকাশিত রচনা কোনটি?

ক) বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী খ) মুক্তি

গ) পদ্ম গোখরো ঘ) বিদ্রোহী

উ: ক

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

ব্যাখ্যা:

প্রথম প্রকাশিত রচনা/ছোটগল্প	বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনি (১৯১৯)
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ/ গল্পগ্রন্থ	ব্যাথার দান (১৯২২)
প্রথম প্রকাশিত কবিতা	মুক্তি
প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	অগ্নি-বীণা (১৯২২)
প্রথম প্রকাশিত নাটক	ঝিলিমিলি
প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস	বাঁধনহারা
প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ	তুর্কিমহিলার ঘোমটা খোলা
প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগবাণী (১৯২২)
প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা	দৈনিক নবযুগ

১৩৬.কত খ্রিষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী'পদক লাভ করেন?

ক) ১৯১৬ খ) ১৯২৩

গ) ১৯৩৩ ঘ) ১৯০৩

উ: খ

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার জন্য তিনি 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' নামে খ্যাত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান। এছাড়াও, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডিলিট' উপাধি পান ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।

তিনি ১৯০৩ সালে ভাগ্যান্বেষণের জন্য রেঙ্গুনে গমন করেন। সেখানে তার প্রথম গল্প ‘মন্দির’ লেখা হয়। পরে একই সালে স্বাক্ষরবিহীনভাবে প্রেরিত এই গল্পের জন্য তিনি ‘কুন্তলীন’ পুরস্কার লাভ করেন।

১৩৭. 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না --

ক) বঙ্কিমচন্দ্র খ) সৈয়দ মুজতবা আলী

গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) প্রমথনাথ বিশী

উ: গ

ব্যাখ্যা: বীরবল ছদ্মনামে পরিচিত এই লেখক বাংলা সাহিত্যে ‘হালখাতা’ নামক গ্রন্থে প্রথম চলিত রীতির প্রয়োগ ঘটান। এছাড়া তিনি বাংলা কাব্যে প্রথম ইতালীয় সনেটের ব্যবহার করেন। তাঁর সম্পর্কে একটা মিথ ছিল তিনি জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি সহ্য করতে পারতেন না। বিলেতি শিক্ষা গ্রহণ করেও ইংরেজ নয়, বরং ফরাসি লেখকদের সাহিত্য ও ভাষাবোধ দ্বারা প্রমথ চৌধুরী অধিক প্রভাবিত ছিলেন। করেছিল।ফলে কাব্যের বিষয়বস্তুর চেয়ে বিষয় উপস্থাপন কৌশলের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। অর্থাৎ কনটেন্ট নয়, ফর্মই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কী বললেন, তার চাইতে কীভাবে বললেন তার মর্যাদা ঢের বেশি। এই সূত্রে, রচনার বিষয় নয়, মুখ্য প্রমথ চৌধুরীর কাছে।

১৩৮. 'মিথ্যাবাদী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

ক) বিষের বাঁশি খ) সাম্যবাদী গ) দোলনচাঁপা ঘ) সন্ধ্যা

উ: খ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: মিথ্যাবাদী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর কবিতাগুলোতে নজরুল মূলত মানবিক বিষয়াবলি তুলে ধরেছেন।

১৩৯. 'ধূমকেতু' পত্রিকা কত সালে বন্ধ হয়ে যায়?

ক) মার্চ, ১৯২৩ খ) জানুয়ারি, ১৯২৩
গ) নভেম্বর, ১৯২৩ ঘ) সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

উ: ক

ব্যাখ্যা: কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

১৪০. কাজী নজরুল ইসলামকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে গেজেট প্রকাশ করা হয় কবে?

ক) ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ) ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪
গ) ২ জানুয়ারি, ২০২৫ ঘ. ৩ মার্চ ২০২৫

উ: গ

ব্যাখ্যা: কাজী নজরুল ইসলামকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে গেজেট প্রকাশ করা হয় ২ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে। যদিও প্রজ্ঞাপনটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ডিসেম্বরে (৫ ডিসেম্বর, ২০২৪) জারি করা হয়েছিল, ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে এটি জনসমক্ষে আসে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হয়।

১৪১. রুদ্রমঙ্গল কি?

ক) উপন্যাস খ) কাব্য গ) প্রবন্ধ ঘ) নাটক উ: গ

১৪২. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

ক) যুগ-বাণী খ) রুদ্র-মঙ্গল
গ) দুর্দিনের যাত্রী ঘ) রাজবন্দির জবানবন্দি

উ: খ

১৪৩. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি?

ক) পদ্মগোখরা খ) পদ্মপুরাণ
গ) পদ্মাবতী ঘ) পদ্মরাগ

উ: ক

ব্যাখ্যা: কাজী নজরুলের শিউলিমালা গ্রন্থের অন্তর্গত গল্প পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি, প্রসিদ্ধ। এই গল্পের অগ্নিগিরি গল্প নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প।

১৪৪. কাজী নজরুল ইসলামের কয়টি গ্রন্থকে নিষিদ্ধ করা হয়?

ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৩টি

উ: খ

ব্যাখ্যা: সাহিত্য সমালোচক শিশির কর 'নিষিদ্ধ নজরুল' নামক গ্রন্থে নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থ নিয়ে বলেছেন: ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ করে।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১. প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয় তার নাম- যুগবাণী। ১৯২২ সালে ২৩ নভেম্বর ফৌজদারি বিধির ৯৯এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

২. বিষের বাঁশি- ২য় নিষিদ্ধ গ্রন্থ । ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর (মতান্তরে ২৪ অক্টোবর) 'বিষের বাঁশি'নিষিদ্ধ হয়।

৩. ভাঙার গান

৪. প্রলয় শিখা

৫. চন্দ্রবিন্দু- সর্বশেষ নিষিদ্ধ গ্রন্থ।

১৪৫. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

ক) অগ্নিবীণা খ) ফণিমনসা
গ) সর্বহারা ঘ) চক্রবাক

উ; ঘ

ব্যাখ্যা: বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের চক্রবাক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

১৪৬. কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কোন সালে মৃত্যুবরণ করেন?

ক) ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ খ) ১২ ভাদ্র, ১৩৮৪
গ) ১২ ভাদ্র, ১৩৮৫ ঘ) ১২ ভাদ্র, ১৩৮৬

উ: ক

১৪৭. বরিশালের রুপে মুগ্ধ হয়ে কোন কবি এই নগরকে 'বাংলার ভেনিস' আখ্যা দিয়েছিলেন?

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম গ) জসীমউদ্দীন ঘ) জীবনান্দ দাশ

উ: খ

১৪৮. ফররুখ আহমেদের 'নৌফেল ও হাতেম' কোন শ্রেণির নাটক?

ক) সামাজিক নাটক খ) প্রেমমূলক নাটক
গ) কাব্যধর্মী নাটক ঘ) রূপক নাটক

উ: গ

ব্যাখ্যা: ফররুখ আহমদ রচিত সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থটি প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের বিখ্যাত কবিতা- পাঞ্জেরী। এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ।

২. হাতেমতায়ী- এটি একধরণের কাহিনী কাব্য। এই গ্রন্থের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।

৩. নৌফেল ও হাতেম- এটি একধরণের কাব্যনাট্য।

৪. মুহুর্তের কবিতা- এটি তাঁর সনেট সংকলন।

১৪৯. সাহিত্যে খেলা প্রবন্ধে মূলত কোন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে?

ক) সাহিত্যের বিনোদনমূলক দিক খ) সাহিত্যের শিক্ষামূলক দিক
গ) সাহিত্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দ ঘ) সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতা

উ: গ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে 'সাহিত্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দ'-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। লেখক বলেছেন যে, সাহিত্যের কাজ কাউকে বিনোদন বা শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং এটি মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলে এবং নিবিড় আনন্দ প্রদান করে, ঠিক যেমন একটি খেলা নিছক আনন্দের জন্যই খেলা হয়।

১৫০. 'বিষাদসিন্ধু' বাংলা সাহিত্যে কোন ধারার প্রবর্তক?

ক) মুসলিম রচিত আধুনিক সাহিত্য
খ) রোমান্টিক
গ) বাস্তববাদী
ঘ) হাস্যরস

উ: ক

১৫২. 'বিষাদসিন্ধু'তে কারবালার যুদ্ধ কোন পর্বে বিস্তৃত?

ক) মহররম পর্ব
খ) উদ্ধার পর্ব
গ) এজিদবধ পর্ব
ঘ) প্রথম দুই পর্ব

উ: খ

ব্যাখ্যা: বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসে কারবালার যুদ্ধটি প্রধানত উদ্ধার পর্ব -এ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই পর্বটি কারবালার মূল ঘটনাপ্রবাহ এবং ইমাম হোসেনের শাহাদাতের ট্র্যাজেডি তুলে ধরে, যা উপন্যাসের নামের যথার্থতা প্রকাশ করে।

১৫৩.বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের মূল থিমগুলির মধ্যে কোনটি নেই?

ক) ট্র্যাজেডি
খ) নৈতিকতা
গ) প্রেমত্রিকোণ
ঘ) ধর্মীয় দ্বন্দ্ব

উ: গ

ব্যাখ্যা: বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের মূল থিমগুলি হলো কারবালার ট্র্যাজেডি, ক্ষমতা ও রাজনীতির জন্য সংঘাত ও নৈতিকতার বিসর্জন, প্রেম ও বাসনার অন্ধকার দিক, এবং ন্যায়-অন্যায়ের চিরায়ত ধর্মীয় সংগ্রাম, যা মূলত ইমাম হোসেন ও এজিদের মধ্যকার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। লেখক মীর মশাররফ হোসেন কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের মাধ্যমে মহাকাব্যিক বিশালতায় একটি মর্মন্তুদ ও করুণ কাহিনি উপস্থাপন করেছেন।

১৫৪. 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের সাহিত্যিক কৌশল কী?

ক) গতিশীল গদ্য
খ) কবিতাময়
গ) হাস্যরস
ঘ) রহস্য

উ: ক

ব্যাখ্যা: বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসের একটি সাহিত্যিক কৌশল হলো গতিশীল গদ্য। এই উপন্যাসে লেখক মীর মশাররফ হোসেন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠককে কাহিনীর মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখে, যা গতিশীল গদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য।

১৫৫. 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দার্শনিক অনুসন্ধান কোনটি?

ক) জীবনের
খ) যুদ্ধের
গ) ধনের
ঘ) শিক্ষার

উ: ক

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: শ্রীকান্ত' উপন্যাসে জীবন সম্পর্কিত দার্শনিক অনুসন্ধান হলো জীবনের নানা দিক এবং মানুষের সম্পর্কের গভীরতা, যা প্রেম ও সম্পর্কের সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

১৫৬.'চরিত্রহীন' উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্ব কীভাবে চিত্রিত?

ক) গভীরভাবে
খ) সরলভাবে
গ) রহস্যময়
ঘ) হাস্যকর

উ: ক

ব্যাখ্যা: চরিত্রহীন' উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে, যেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীর জটিল ও জটিল অনুভূতি, সামাজিক চাপ এবং তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৫৭. 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যে কী প্রবর্তন করে?

ক) ব্যঙ্গাত্মক গদ্য
খ) রোম্যান্টিক কাব্য
গ) ঐতিহাসিক উপন্যাস
ঘ) মহাকাব্য

উ: ক

ব্যাখ্যা: কমলাকান্তের দপ্তর' নকশাজাতীয় রচনা। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক ধরনের হাস্যরসাত্মক রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনার প্রচলন করেছেন, যার ভেতর দিয়ে তিনি পরিহাসের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটি বঙ্কিম সাহিত্যের অন্যতম চমকপ্রদ সম্পদ। এখানে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষী ওই কমলাকান্তের জবানবন্দির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন আদালতে সাজানো গোছানো যে গালভরা সত্যের কারবার চলে তা অনেকাংশেই কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

১৫৮. 'স্মরণ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?

ক) শঁরোন্
খ) স্মরোন্
গ) শরোন্
ঘ) সঁরোন্

উ: ক

ব্যাখ্যা: বানানে যদি স/ষ থাকে তাহলে উচ্চারণে সবসময় শ হবে। যেমন: কৃষ(কৃশ) কৃষক(কৃশক), কৃষাণ(কৃশান)

শ/স এর পরে যদি যুক্ত হিসেবে যদি –*র,র(ফলা), ল,ন,ত,থ,প,ব* হলে সেই শ/স টা স হবে।

ত: সমস্ত (শোমোস্ তো), ব্যস্ত (ব্যাস্ তো), গ্রস্ত (গ্রোস্ তো), মস্তক (মস্ তক/-তোক্), বস্তি (বোস্ তি), আস্তে (আস্ তে),

থ: আস্থা (আস্ থা), সুস্থ (শুস্ থো), উপস্থিত (উপোস্ থিত), অস্থাবর (অস্ থাবোর), ব্যবস্থা।

ন: স্নান (স্নান), স্নেহ (স্নেহো), প্রশ্ন (প্রোস্ নো)।

র: শ্রদ্ধা(স্রোদ্ ধা), শ্রাবণ(স্রাবোন), শ্রুতি(স্রুতি). শৃঙ্খল(সৃঙখল)।

বিশ্লেষণ(বিসস্লেশন), সংশ্লেষণ(শঙস্লেশন)

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১৫৯. প্রতীক্ষা' শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?

ক) প্রতিখ্খা
খ) ফ্রতিখ্খা
গ) প্রোতিক্খা
ঘ) প্রোথিখ্খা

উ: গ

ব্যাখ্যা:

'প্রতীক্ষা' শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ হলো **প্রোতিক্খা**

বানানে যদি থাকে	উচ্চারণে হবে	উদাহরণ
ঈ/ী কার	ই/ি কার	বীণা (বিনা), নদী (নোদি)
ঊ/ূ কার	উ/ু কার	ঊর্মি(উরমি), বধূ (বোধু)
ঋ/ৃ কার	রি	ঋতু (রিতু)
ঐ	ওই	ঐক্য(ওইক্ কো)
ঔ	ওউ	ঔষধ (ওউশধ)
ক্ষ(মাঝে ও শেষে থাকলে)	ক্খ	তিতিক্ষা (তিতিক্ খা), পরীক্ষা (পোরিক্ খা) অধ্যক্ষ (ওদ্ ধোক্ খো)
ক্ষ শব্দের আদিতে থাকলে	খ	ক্ষ(খতো), ক্ষণস্থায়ী(খনোস্ থায়ি
ং	ঙ	রং(রঙ),
ণ	ন	রণ(রন), ণত্ববিধান(নত্ তোবিধান্)
য	জ	যাত্রা(জাত্ ত্রা), যৌবন(জোউবন্)
ষ	শ	বর্ষা (বর্ শা)
ঃ	পরের বর্ণ দ্বিত্ব হবে	পুনঃপুন(পুনোপ্ পুনো)
হ্য	জ্ ঝো	উহ্য(উজ্ ঝো)
হ্ব	ওভ	জিহ্বা(জিওভা)
ত্র	ত্ ত্রো	ছাত্র(ছাত্ ত্রো)
জ্ঞ(মাঝে ও শেষে থাকলে)	গগঁ	অজ্ঞ(ওগগোঁ), প্রতিজ্ঞা(প্রোতিগ্ গাঁ)
জ্ঞ (শব্দের আদিতে থাকলে)	গঁ	জ্ঞাপন(গ্যাঁপোন)

১৬০. 'অপরাহ্ণ' এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?

ক) অপোরান্হো-
খ) অপরান্হো
গ) অপরান্হ
ঘ) অপরাহ্ন

উ: ক

১৬১. বাক্যের গঠন ও বিশ্লেষণের প্রধান বিষয় কোনটি?

ক) উক্তি
খ) শব্দ
গ) অনুচ্ছেদ
ঘ) অর্থ

উ: খ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: বাক্যের গঠন ও বিশ্লেষণের প্রধান বিষয় শব্দ। একটি বাক্য গঠিত হয় সুবিন্যস্ত শব্দ সমষ্টি দ্বারা, যা বক্তার অর্থপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে। শব্দগুলো সঠিক ক্রমে সাজানো এবং তাদের মধ্যে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক থাকা একটি কার্যকর বাক্যের জন্য জরুরি।

১৬২. যোগরূঢ় শব্দ কোনটি?

ক) কলস
খ) মলম
গ) বাঁশি
ঘ) শাখামৃগ

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। প্রসিদ্ধ অর্থই যোগরূঢ় অর্থ।

যেমন:

পঙ্কজ-পঙ্কে জন্মে যা (পদ্মফুল)

রাজপুত-রাজার পুত্র, (ভারতের একটি জাতি বিশেষ)

মহাযাত্রা-মহাসমারোহে যাত্রা (মৃত্যু)

জলধি-জল ধারণ করে যা/এমন (সাগর)

১৬৩. অর্থমূলক শব্দ বিভাজন কোনটি?

ক) রূঢ়ি শব্দ
খ) সাধিত শব্দ
গ) তৎসম শব্দ
ঘ) মৌলিক শব্দ

উ: ক

ব্যাখ্যা: ***শব্দের প্রকারভেদ:***

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) মৌলিক ও (খ) সাধিত

২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) যৌগিক, (খ) রূঢ়ি এবং (গ) যোগরূঢ়

৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) তৎসম, (খ) অর্ধ-তৎসম (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি ও (ঙ) বিদেশি

১৬৪. সাপেক্ষ যোজক কোন বাক্যে ব্যবহৃত হয়?

ক) সরল বাক্যে
খ) মিশ্র বা জটিল বাক্যে
গ) যৌগিক বাক্যে
ঘ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে

উ: খ

১৬৫. অতৎসম ও বিদেশি শব্দে কোনটি সর্বদা বর্জিত হবে?

ক) ঋ-ফলা
খ) ও-কার ও ঐ-কার
গ) ঈ-কার এবং ঊ-কার
ঘ) ব-ফলা

উ: ক

১৬৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক) গলাধঃকরণ
খ) গলধঃকরণ
গ) গলাধ:করণ
ঘ) গলাধঃকরন

উ: ক

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: শুদ্ধ বানান গলাধঃকরণ । আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমিত বা শুদ্ধ বানান : ভদ্রোচিত, বিভীষিকা, সমীচীন, পিপীলিকা , নিরীহ, গেধূলি, শ্মশান, দীনতা, মূর্ধন্য, নির্নিমেষ।

১৬৭. শুদ্ধ বানান কোনটি?

ক) নিমিলিত খ) নিমীলিত গ) নিম্মীলিত ঘ) নিমিলীত

উ: খ

ব্যাখ্যা: সঠিক বানানটি হল 'নিমীলিত'। সঠিক শব্দ হচ্ছে 'নিমীলিত' যার অর্থ মুদিত (চোখ বোজা অবস্থা প্রাপ্ত)। এবং প্রশ্নে উল্লেখিত অন্যান্য বানানগুলো ভুল রয়েছে।

১৬৮. Copyright" এর যথাযথ পরিভাষা কোনটি?

ক) প্রতিলিপি-অধিকার খ) লেখস্বত্ব গ) প্রকাশস্বত্ব ঘ) স্বত্বাধিকার

উ: খ

১৬৯. কোন শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ বুৎপত্তিগত অর্থ থেকে আলাদা

ক. বাঁশি খ. কর্তব্য গ. মানব ঘ. দৌহিত্র

উ: ক

১৭০. ‘নসি’ কোন বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ?

ক. ইংরেজি খ. ফরাসি গ. তুর্কি ঘ. ফার্সী

উ: খ

ব্যাখ্যা: নসি-(নশি, যা পানসি বা নসা-র একটি প্রকারভেদ) শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৭১. উৎপত্তিগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

ক. চারটি খ. দুইটি গ. পাঁচটি ঘ. তিনটি

উ: নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী-০৪ প্রকার, পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী-০৫ প্রকার।

১৭২. 'গোলাপ' কোন ভাষার শব্দ?

ক) আরবি খ) তুর্কি গ) ফারসি ঘ) পর্তুগিজ

উ: গ

১৭৩. সাধু ও চলিতরীতি ভেদে অপরিবর্তিত শব্দ কোনটি?

ক) গিয়াছে খ) যাইতেছিস গ) যাস ঘ) যাও

উ: ঘ

১৭৪. বাংলা চলিত রীতির উৎপত্তি ঘটেছে কোন উপভাষা থেকে

ক. রাঢ়ী খ. বঙ্গ গ. কামরূপী ঘ. বরেন্দ্রী

উ: ক

ব্যাখ্য: বাংলা চলিত ভাষা মূলত ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের রাঢ়ী উপভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কথ্যভাষার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সৌভাগ্যক্রমে বাংলা গদ্যে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। কারণ যেসব লেখক কথ্যভাষা অবলম্বন করে গদ্য রচন করেছিলেন, তা আঞ্চলিক কথ্যভাষা হলেও সর্বজনবোধ্য ছিল। এই আঞ্চলিক কথ্যভাষাটি ছিল 'রাঢ়ী' উপভাষার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল বিভিন্ন সময় হয়ে উঠেছিল সংস্কৃতি চর্চার ও লোক ব্যবহারের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

১৭৫. বাংলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে –

ক) আরবি ও ফারসি খ) হিব্রু ও গ্রিক গ) সংস্কৃত ও পালি ঘ) হিন্দি ও উর্দু

উ: গ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লজ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা:

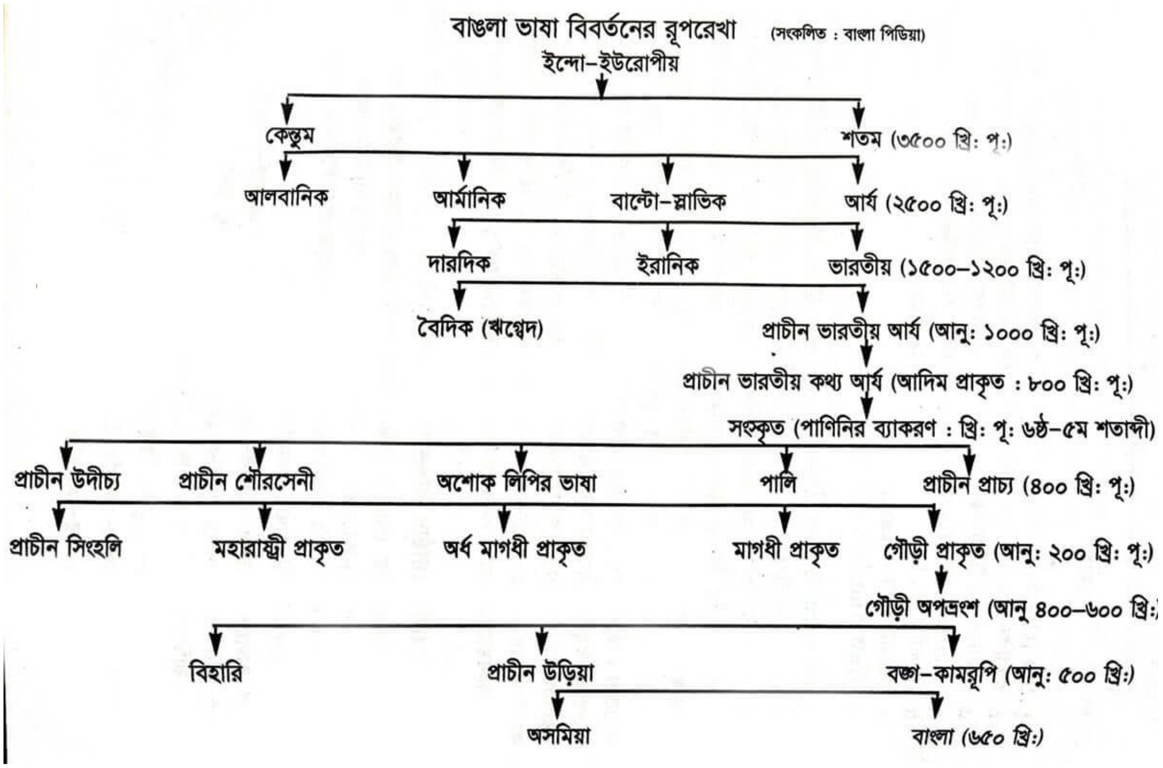

১৭৬. চলিত রীতির নতুন নাম 'প্রমিত রীতি' হয় কখন?

ক) বিশ শতকের শেষলগ্নে
খ) একুশ শতকের সূচনাকালে
গ) বিশ শতকের সূচনাকালে
ঘ) একুশ শতকের শেষলগ্নে

উ: খ

ব্যাখ্যা: চলিত রীতির নতুন নাম 'প্রমিত রীতি' হয় একুশ শতকের সূচনাকালে। বিশ শতকের মাঝামাঝি চলিত রীতি সাধু রীতিকে প্রতিস্থাপন করে এবং একুশ শতকের শুরুতে এই চলিত রীতিরই একটি আদর্শ রূপকে 'প্রমিত রীতি' বা 'মান রীতি' হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১৭৭. ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার কমিটির সভাপতি ছিলেন কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. রাজশেখর বসুর্
গ. বিজনবিহরী ভট্টাচার্য
ঘ. প্রমথ চৌধুরী

উ: খ

ব্যাখ্যা: ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার কমিটির সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু। এই কমিটি ১৯৩৬ সালে একটি বানান-বিধি প্রকাশ করে।

১৭৮. খরা' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক) ভেজাল
খ) অখেদ
গ) নিখুঁত
ঘ) বাদল

উ: ঘ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

১৭৯. 'তাবক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক) ভাসন্ত | খ) পঙ্কিল
গ) বিশ্লেষ | ঘ) নিন্দক

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: তাবক' শব্দের বিপরীত শব্দ 'নিন্দক'; 'তাবক' একটি অপ্রচলিত বা দুর্লভ শব্দ, তবে এর অর্থ হলো "প্রশংসাকারী", তাই এর বিপরীত শব্দ হবে নিন্দক।

১৮০. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়-

ক. ১৯৩৫ সালে | খ. ১৯৩৬ সালে
গ. ১৯৩৭ সালে | ঘ. ১৯৩৯ সালে

উ: খ

ব্যাখ্যা: তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তেমন সমস্যা ছিল না কারণ সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন ও অঙ্কুশ দুটিই সর্বদা সজাগ ছিল। সমস্যা দেখা দিল অতৎসম শব্দ অর্থাৎ অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ নিয়ে। এসব উৎস থেকে প্রচুর শব্দ আমাদের সাহিত্যে ঢুকে পড়ল স্রোতের মতো-আহূত, অনাহূত উভয়ভাবেই। কিন্তু ঢুকল নানাজনের হাত দিয়ে নানান চেহারা নিয়ে, ফলে অতৎসম শব্দের বানানে শৃঙ্খলা ঘুচে গেল প্রায়। এ সমস্যা অনুধাবন করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শক্রমে ১৯৩৫ সালে রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি' গঠিত হয়। বানান-সংস্কার সমিতির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, বিধু শেখর ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সমিতি নানা শ্রেণির লোকের, যাঁদের মধ্যে প্রেসের কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিও ছিলেন- মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে বানান সংস্কারের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করেন তা পুস্তিকা আকারে ১৯৩৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এক বছরের মধ্যে পুস্তিকাটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৮১. একটি মাত্র শব্দ শুদ্ধভাবে লেখা কোনটি ?

ক. কারণ | খ. সৌজন্যতা
গ. আকাঙ্খা | ঘ. কল্যাণীয়াষু

উ: ক

১৮২. শুদ্ধ বানান কোনটি ?

ক. গড্ডলিকা | খ. গড্ডালীকা
গ. গড্ডালিকা | ঘ. গড্ডলীকা

উ: ক

১৮৩. কোন বানানটি শুদ্ধ ?

ক. মনোকষ্ট | খ. মনঃকষ্ট
গ. মণকষ্ট | ঘ. মনকস্ট

উ: খ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ব্যাখ্যা: বিসর্গ বিহীন সন্ধি:

সন্ধির প্রথম শব্দের শেষ বর্ণে যদি শ, ষ, স, ও কার, রেফ , র থাকলে বিসর্গ হবে না।

ততঃ + অধিক = ততোধিক তিরঃ + ধান = তিরোধান,

মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর= মনোহর,

তপঃ + বন =তপোবন

নমঃ + কার = নমস্কার, দুঃ + কর = দুষ্কর

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান অন্তর্ধান,

পুনঃ+ আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত,

অহঃ + অহ = অহরহ, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

এরূপ পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, নিষ্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, - আবিষ্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

২. বিসর্গ নিয়ে সন্ধি:

সন্ধির দ্বিতীয় শব্দের প্রথম বর্ণে ক/খ, প/ফ, ক্ষ/ স থাকলে বিসর্গ হবে।

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া, মনঃ + ক্ষুণ্ন = মনঃক্ষুণ্ন

দুঃ+ স্বপ্ন = দুঃস্বপ্ন

১৮৪. নীলদর্পণ নাটকটি কে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন?

ক) দীনবন্ধু মিত্র নিজেই খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উ: খ

১৮৫. নিনাদিত পশ্চাত্তজালজাত নাসিক্য ব্যজ্ঞনধ্বনির উচ্চারণ হয় কোন ধ্বনি?

ক. ঙ খ. ণ

গ. ন ঘ. ম

উ: ক

ব্যাখ্যা: নিনাদিত (ঘোষ) পশ্চাৎতালব্য (নরম তালুর) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হলো ঙ (ng) ধ্বনি। এই ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় জিহ্বার পেছনের অংশ নরম তালুতে লাগে, কিন্তু বায়ুপথ সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে নাসাপথের মাধ্যমে বাতাস প্রবাহিত হয় এবং নাসিক্য গুহ্বরে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে।

১৮৬. ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আবদুল হাই এর মতে বাংলায় যথার্থ যুক্ত ব্যজ্ঞনধ্বনি রয়েছে কয়টিঃ

ক. ১২ টি খ. ২৪ টি

গ. ৩৬ টি ঘ. ২৫০ টি

উ: ৩৬ টি।

ব্যাখ্যা: ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে' গ্রন্থে ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আবদুল হাই ৩৬ টি বাংলায় যথার্থ যুক্ত ব্যজ্ঞনধ্বনি কথা বলেছেন। তবে প্রশ্নে ৩৬ দেওয়া না থাকে ২৫০ টি থাকে তাহলে উত্তর হবে-২৫০ টি।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now GET IT ON Google Play Download on the App Store Get it from Microsoft Download on the Mac App Store livemcq.com 01701377322

Live MCQ
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

১৮৭. ষটচক্র' শব্দটিতে 'ষ' কেন ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) নিয়মানুসারে
(খ) নিপাতনে সিদ্ধ
(গ) স্বভাবত
(ঘ) বিদেশি শব্দ বলে

উত্তর: খ

১৮৮. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না- এর উদাহরণ কোনটি?

ক. অগ্রনায়ক
খ. রতন
গ. আপন
ঘ. অনুষ্ঠান

উ: ক

১৮৯. লোকটি বোধহয় আর আসবে না—কোন ধরণের বাক্য?

ক. ইচ্ছাসূচক বাক্য
খ. সংশয়সূচক বাক্য
গ. বস্তুগত বাক্য
ঘ. আবেগসূচক বাক্য

উ: খ

ব্যাখ্যা: লোকটি বোধহয় আর আসবে না"—এই বাক্যটি একটি সন্দেহবাচক বাক্য কারণ এটি কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রতি সন্দেহ, সংশয় বা অনুমানের ভাব প্রকাশ করে। এই বাক্যে "বোধহয়" শব্দটি অনিশ্চয়তা বা অনুমানের ইঙ্গিত দেয়, যা সন্দেহবাচক বাক্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯০.পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে কোন ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে?

ক) শহরের অভিজাত সমাজ
খ) গ্রামের সরল মানুষ
গ) পুতুল নর্তক ও তাঁদের জীবন
ঘ) রাজনৈতিক নেতা ও তাঁদের সংগ্রাম

উ: খ

ব্যাখ্যা: পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে গ্রাম্য জীবনের পটভূমিতে শশী, কুসুম, শশীর বাবা, এবং অন্যান্য চরিত্রদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রেম, বিরহ, দ্বেষ, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক জটিল সম্পর্কের পাশাপাশি জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও অসহায়ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে মানুষ যেন নিয়তি বা সামাজিক বন্ধনের হাতে পুতুলের মতো পরিচালিত হয়।

১৯১. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' কে সম্পাদনা করেন?

ক. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক
খ. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. ড. সুকুমার সেন

উ: গ

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই অভিধানটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং এটি বাংলা ভাষায় প্রথম আঞ্চলিক অভিধান হিসেবে পরিচিত।

১৯২. বাংলা ভাষার অভিধান প্রথম কে রচনা করেন?

ক. ফাদার ম্যানোয়েল
খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ. বেগম রোকেয়া
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উ: ক

ব্যাখ্যা: মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ এর পর্তুগিজ ভাষায় রোমান হরফে রচিত অভিধান 'Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez. Dividido Em Duas Partes' ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়। এটিই মূলত বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

-১৮১৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় (বাংলা থেকে বাংলা) ‘বঙ্গভাষাভিধান’ নামে প্রথম অভিধান সংকলন করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।
-১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি এটি অখন্ড পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে ‘বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান’ নামে প্রকাশ করেন।

১৯৩. নিচের কোন শব্দে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ বিবৃত?

ক. দেহ
খ. তেলাপোকা
গ. রেণু
ঘ. মেঘ

উ: খ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো তেলাপোকা। কারণ, 'তেলাপোকা' শব্দে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ বিবৃত (অর্থাৎ 'অ্যা'-এর মতো) হয়, যেখানে 'দেহ', 'রেণু', এবং 'মেঘ' শব্দে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত বা স্বাভাবিক হয়।

১৯৪. সারসংক্ষেপ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী?

ক.পরিসর যথেষ্ট ছোটো রাখা
খ. তৎসমবহুল ভাষা ব্যবহার করা
গ. মূল কথা বুঝে নেওয়া
ঘ. নিজের অভিমত যুক্ত করা

উ: গ

ব্যাখ্যা: সারসংক্ষেপ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মূল লেখাটি বারবার পড়ে মূলভাব ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চিহ্নিত করা এবং তারপর সেই মূলভাব ধরে রেখে অপ্রয়োজনীয় অংশ, উদাহরণ ও পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে লেখাটি ছোট করা।

১৯৫. শিরোনামের প্রধান অংশ কোনটি?

ক. প্রাপকের ঠিকানা
খ. ডাকটিকেট
গ. প্রেরকের ঠিকানা
ঘ. পোষ্টাল কোড

উ: ক

ব্যাখ্যা: শিরোনামের প্রধান অংশটি হলো প্রাপকের ঠিকানা। একটি পত্রে প্রধানত দুটি অংশ থাকে, এবং প্রাপকের ঠিকানাই হলো এর প্রধান অংশ।

১৯৬. কোনটি ভাবসম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. বাক্যের পুনরাবৃত্তি
খ. একাধিক অনুচ্ছেদ
গ. প্রবাদ-প্রবনের ব্যবহার
ঘ. অভিমত প্রদান

উ: ক

ব্যাখ্যা: ভাবসম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্য নয় হলো বাক্যের পুনরাবৃত্তি। ভাবসম্প্রসারণে মূলভাব বা মূল বক্তব্যকে সহজ, সরল ভাষায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে একাধিক অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয় এবং প্রবাদ-প্রবচন ও অভিমত ব্যবহার করা হয়। তাই ভাবসম্প্রসারণে বাক্যকে বার বার পুনরাবৃত্তি না করে বাক্যকে তার নিজের গতিতে চালাতে হবে।

১৯৭. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রূপ এর মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে?

ক. উইলিয়াম কেরি
খ.এডওয়ার্ড ডিমোর্ক
গ. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘ.প্রমথ চৌধুরী

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে চলিত রীতির প্রচলন করেন এবং সাধু ও চলিত রীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

১৯৮. নিচের কোনটিকে 'মধুকাল' বলা হয় ?

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ক. হেমন্ত

খ. শরৎ

গ. বসন্ত

ঘ. বর্ষা

১৯৯. 'ম্যালেরিয়া' কোন ভাষার শব্দ ?

ক. মেক্সিকো

খ. ইটালি

গ. জার্মান

ঘ.ইংরেজি

উ: খ

২০০. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে-

ক. আরবি থেকে

খ. হিন্দি থেকে

গ. উর্দু থেকে

ঘ. ফার্সি থেকে

উ: ঘ

ব্যাখ্যা: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দগুলোর মধ্যে ফারসি শব্দই সবচেয়ে বেশি।

Wishing all of you the best outcome.........

THANKS

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322